বিদ্যুৎ বিধিমালা, ২০১৯
প্রজ্ঞাপন

এস.আর.ও নম্বর----------------। বিদ্যুৎ আইন, ২০১৮ এর ধারা ৫৯ এ প্রদত্ত ক্ষমতা বলে বিদ্যুৎ আইনের কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার লক্ষ্যে সরকার নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল।

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।- (১) এই বিধিমালা বিদ্যুৎ বিধিমালা, ২০১৯ নামে অভিহিত হইবে।
(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।–বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়-
(১) **"আইন"** অর্থ বিদ্যুৎ আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ০৭ নং আইন);

(২) **"কমিশন"** অর্থ বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ১৩ নং আইন) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন;
(৩) **"ধারা"** অর্থ বিদ্যুৎ আইন, ২০১৮ এর ধারা।

(৪) **"ভূগর্ভস্থ লাইন"** অর্থ বিদ্যুৎ সঞ্চালন বা বিতরণের সাথে সংশ্লিষ্ট তার, পরিবাহী বা অন্য কোন মাধ্যম বা মাধ্যমের অংশ বিশেষ যাহা অনুমোদিত নকশা মোতাবেক পূর্তকর্মসহ ভূগর্ভে স্থাপিত।

(৫) **"সাবমেরিন কেবল"** অর্থ বিদ্যুৎ সঞ্চালন বা বিতরণের সাথে সংশ্লিষ্ট তার, পরিবাহী বা অন্য কোন মাধ্যম বা মাধ্যমের অংশ বিশেষ যাহা অনুমোদিত নকশা মোতাবেক সম্পাদিত পূর্তকর্মসহ হ্রদ, নদীনালা কিংবা সাগর বা অন্য কোন জলাধারের তলদেশে বা পানির উপরিতলের নিচে স্থাপিত।

(৬) **"সরবরাহ"** অর্থ তার, পরিবাহী বা অন্য কোন মাধ্যমে উৎপাদনকেন্দ্র হইতে সঞ্চালন ও বিতরণ ব্যবস্থার মাধ্যমে গ্রাহক প্রান্তে স্থাপিত বিভিন্ন বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতি বা সরঞ্জামে বৈধভাবে বিদ্যুৎ প্রেরণ।

(৭) **"পরিদর্শক (Inspector)"** অর্থ আইনের ৩১ ধারামতে নিযুক্ত বিদ্যুৎ পরিদর্শক;

(৮) "**চাপ**" বলিতে যে কোন দুইটি বিদ্যুৎ পরিবাহীর মধ্যে বৈদ্যুতিক বিভবের পার্থক্য যাহা ভোল্ট এর মাধ্যমে পরিমাপ করা হয় অথবা পরিবাহীর দুই অংশের বিদ্যুৎ চাপের পার্থক্যকে বুঝাইবে, যাহা একটি যথোপযুক্ত ভোল্ট মিটারের সাহায্যে পরিমাপ করা হইবে এবং নিম্নোক্তভাবে বর্ণিত হইবে-

i. '**নিম্ন চাপ**' অর্থাৎ যখন স্বাভাবিক চাপ (nominal voltage) ৪০০ ভোল্ট;
ii. '**মধ্যম চাপ**' অর্থাৎ যখন স্বাভাবিক চাপ (nominal voltage) ১১০০০ ভোল্ট;
iii. '**উচ্চ চাপ**' অর্থাৎ যেখানে স্বাভাবিক চাপ (nominal voltage) ৩৩০০০ ভোল্ট এবং
iv. '**অতি উচ্চ চাপ**' অর্থাৎ যেখানে স্বাভাবিক চাপ (nominal voltage) ১৩২০০০ ভোল্ট বা উহার অধিক।

দ্বিতীয় অধ্যায়
ইন্ডিপেনডেন্ট সিস্টেম অপারেটর প্রতিষ্ঠা

৩। **ইন্ডিপেনডেন্ট সিস্টেম অপারেটর (Independent System Operator) প্রতিষ্ঠা।-** (১) সমগ্র দেশে বিদ্যুৎ ব্যবস্থা সমন্বিত আকারে পরিচালনার লক্ষ্যে সরকার ইন্ডিপেনডেন্ট সিস্টেম অপারেটর (অতঃপর আইএসও বলিয়া উল্লিখিত) প্রতিষ্ঠা করিবে।

(২) আইএসও একটি সংবিধিবদ্ধ স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা হইবে, যাহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে এবং আইনের বিধানাবলীর সাপেক্ষে ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে। ইহা নিজ নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং ইহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

(৩) ইহা বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইনের মালিকানার অধিকারী হইতে পারিবে না এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন বা বিতরণ ব্যবসায় জড়িত হইতে পারিবে না।

৪। **ন্যাশনাল লোড ডেসপ্যাচ সেন্টার (এনএলডিসি) এর কার্যক্রম আইএসও এর উপর ন্যস্তকরণ।**– (১) আইএসও প্রতিষ্ঠার পর পাওয়ার গ্রিড কোম্পানি অব বাংলাদেশ (পিজিসিবি) লিঃ এর আওতাধীন এনএলডিসি ও এর সংশ্লিষ্ট সকল এরিয়া, লোড ডেসপ্যাচ সেন্টার (এলডিসি), স্কাডা সার্কেল এবং কমিউনিকেশন সার্কেল সকল স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি, কার্যক্রম, অপারেশন ইত্যাদি আইএসও এর উপর ন্যস্ত হইবে।

(২) এই বিধিমালা কার্যকর হওয়ার তারিখে এনএলডিসি-তে কর্মরত তার নিজস্ব সকল কর্মচারী অপশন প্রদান সাপেক্ষে আইএসও এর চাকুরিতে আত্মীকৃত হওয়ার যোগ্য বলিয়া গণ্য হইবেন। নিযুক্ত কর্মচারীদের চাকুরি ও বেতন সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে আইএসও এর বোর্ড কর্তৃক প্রণীত চাকুরি প্রবিধান এবং স্বতন্ত্র পে-স্কেল দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হইবে।

৫। **আইএসও এর কার্যালয়, ইত্যাদি।**– (১) আইএসও এর প্রধান কার্যালয় ঢাকায় থাকিবে। (২) আইএসও উহার কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে বাংলাদেশের যে কোন স্থানে আঞ্চলিক/শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে এবং প্রয়োজনে স্থাপিত কোন আঞ্চলিক/শাখা কার্যালয় স্থানান্তর বা বিলুপ্ত করিতে পারিবে।

৬। **আইএসও এর গঠন, ইত্যাদি।**-(১) একজন চেয়ারম্যান ও চারজন সদস্য সমন্বয়ে আইএসও গঠিত হইবে।

(২) চেয়ারম্যান আইএসও এর প্রধান নির্বাহী হইবেন।

(৩) চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ আইএসও এর সার্বক্ষণিক কর্মচারী হইবেন।

৭। **চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা ইত্যাদি।-**

(১) সরকার, বিদ্যুৎখাতে ন্যূনতম ২৫ (পচিঁশ) বৎসরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ইলেকট্রিক্যাল/মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ ডিগ্রী প্রাপ্ত একজন প্রকৌশলীকে চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত করিবে।

(২) সরকার, বিদ্যুৎ খাতে কর্মরত ন্যনতম ২৫ (পঁচিশ) বৎসরের চাকুরির অভিজ্ঞতাসহ ইলেকট্রিক্যাল/মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং এ ডিগ্রী প্রাপ্ত কর্মচারীগণের মধ্য হইতে একজন সদস্য (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) ও সদস্য (অপারেশন) নিযুক্ত করিবে। সরকার, প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনায় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মচারীগণের মধ্য হইতে একজন সদস্য (প্রশাসন) এবং এফসিএ/এফসিএমএ ডিগ্রীধারী আর্থিক ব্যবস্থাপনায় অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন সদস্য (অর্থ) হিসেবে নিযুক্ত করিবে।

(৩) কোন ব্যক্তি চেয়ারম্যান বা সদস্য হিসাবে নিযুক্ত হইবার বা থাকিবার যোগ্য হইবেন না, যদি তিনি-

(ক) বাংলাদেশের নাগরিক না হন;

(খ) কোন ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ঋণ খেলাপী হিসাবে ঘোষিত হন;

(গ) আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হন;

(ঘ) নৈতিক স্খলনজনিত কোন অপরাধের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হইয়া আদালত কর্তৃক কারাদন্ডে দন্ডিত হন।

৮। **চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের চাকুরির মেয়াদ, পদত্যাগ, অব্যাহতি ইত্যাদি।-** (১) চেয়ারম্যান ও সদস্যগণ কার্যভার গ্রহণের তারিখ হইতে ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদে স্বীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন। সরকার চাহিলে একটি মাত্র মেয়াদের জন্য পুন:নিয়োগ করিতে পারিবে;

(২) চেয়ারম্যান বা অন্য কোন সদস্য যে কোন সময় ৩(তিন) মাসের নোটিশ প্রদানপূর্বক বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত মন্ত্রীর উদ্দেশ্যে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে পদত্যাগ করিতে পারিবেন।

(৩) সরকার ন্যূনতম ৩(তিন) মাসের নোটিশ প্রদান পূর্বক চেয়ারম্যান বা কোন সদস্যকে অব্যাহতি প্রদান করতে পারিবে।

৯। **চেয়ারম্যান ও সদস্যদের পদমর্যাদা, বেতন, ভাতা, ইত্যাদি।-** চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের বেতন, ভাতা, পদমর্যাদা ও চাকুরির অন্যান্য শর্তাদি চাকুরি প্রবিধানমালা দ্বারা নির্ধারিত হইবে। তবে চাকুরির প্রবিধানমালা প্রণয়ন না হওয়া পর্যন্ত চেয়ারম্যান ও সদস্যগণের বেতন, ভাতা, পদমর্যাদা ও চাকুরির অন্যান্য শর্তাদি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে।

১০। **আইএসও এর উপদেষ্টা পরিষদ।-** সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিদ্যুৎ বিভাগের আওতাধীন বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ সংস্থা/কোম্পানিসমূহের বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রকৌশল বিষয়ে বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধির সমন্বয়ে ০৭ (সাত) সদস্যের একটি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করিবে এবং আইএসও এর চেয়ারম্যান উক্ত কমিটির সদস্য-সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করিবেন।

১১। **আইএসও কর্তৃক ফি আরোপের ক্ষমতা।-** (১) আইএসও কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত হারে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ লাইসেন্সির নিকট হইতে ফি বা চার্জ দাবী ও আদায় করিতে পারিবে।

১২। **আইএসও এর কর্মচারী নিয়োগ।-** (ক) সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী আইএসও প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাঁহাদের চাকুরির শর্তাবলী (যেমন-নিয়োগ, বদলি, পদায়ন, পদোন্নতি, প্রেষন, লিয়েন, ছুটি ইত্যাদি) প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(খ) আইএসও সরকারের অনুমোদনক্রমে অন্য কোন সংস্থা হইতে প্রেষণে কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে এবং অনুরূপভাবে ইহার নিজস্ব কর্মচারীকে অন্য সংস্থায় প্রেষণে প্রেরণ করিতে পারিবে।

(গ) সরকার আইএসও এর কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে প্রয়োজন অনুযায়ী কর্মচারী নিয়োগ দিতে পারিবে।

১৩। **আইএসও এর দায়িত্ব ও কার্যাবলী।-** (১) সরকার ও কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত কোড/বিধান অনুসারে নির্ভরযোগ্য, নিরাপদ, পক্ষপাতহীন, স্বল্পব্যয়ী এবং গুনগত মানসম্পন্ন সিস্টেম পরিচালনা নিশ্চিত করিবার লক্ষ্যে আইএসও বিদ্যুৎ ব্যবস্থা পরিচালনা, তদারকি ও নিয়ন্ত্রণ করিবে।

(২) এই আইনের অধীন কার্যসম্পাদনের লক্ষ্যে নিয়োজিত ইউটিলিটিসমূহের অনুকূলে আইএসও বিদ্যুৎ সংশ্লিষ্ট প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

(৩) আইএসও বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রসমূহের যথাযথভাবে মেরিট অর্ডারের ভিত্তিতে জেনারেশন সিডিউলিং করিবে এবং সারা দেশে উৎপাদিত বিদ্যুৎ ডেসপ্যাচের জন্য দায়ী থাকিবে।

(৪) আইএসও গ্রিড পরিচালনা পর্যবেক্ষণ করিবে এবং কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত গ্রিড কোডের বিধান অনুসারে গ্রিড নিয়ন্ত্রণ এবং নিরাপদ ও ইকোনমিক লোড ডেসপাচের জন্য দায়ী থাকিবে। গ্রিড পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন মতপার্থক্য বা বিরোধ দেখা দিলে উহা পারস্পারিক আলোচনার মাধ্যমে নিষ্পত্তি করিবে, অন্যথায় নিষ্পত্তির জন্য কমিশনে প্রেরণ করিবে।

(৫) উপবিধি (২) এর বিধানকে ক্ষুন্ন না করিয়া, আইএসও নিম্নোক্ত নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে-

(ক) কোনো বৈদ্যুতিক স্থাপনা বা যন্ত্রপাতিকে কাজে লাগানো বা কোনো যন্ত্রপাতিকে কাজ হইতে অপসারণ;

(খ) কোনো বৈদ্যুতিক স্থাপনা বা যন্ত্রপাতিকে সার্বক্ষণিকভাবে প্রস্তুত রাখা;

(গ) অ্যাকটিভ বা রি-অ্যাকটিভ পাওয়ারের হ্রাস-বৃদ্ধি;

(ঘ) বিদ্যুৎ কেন্দ্রের অপারেশন বন্ধ রাখা বা লোড হ্রাস-বৃদ্ধি করা;

(ঙ) লোড ম্যানেজমেন্ট এবং

(চ) বিদ্যুৎ ব্যবস্থায় যে কোন যন্ত্রপাতি স্থাপন ও অপসারণ।

(৬) যদি কোন ব্যক্তি লাইসেন্সির সহিত বিদ্যুতের ব্যবসায় চুক্তিবদ্ধ হয়, তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তি আইএসও এর নির্দেশনা প্রতিপালন করিবে।

(৭) যদি কোন লাইসেন্সি বা উপবিধি (৬) এ উল্লিখিত ব্যক্তি আইএসও এর আইনগত নির্দেশনা প্রতিপালন করিতে অস্বীকার করে বা ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে আইএসও সার্বিক বিদ্যুৎ ব্যবস্থার নিরাপত্তা নিশ্চিত করিবার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(৮) গ্রিড ইন্টারকানেশনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে গ্রিড নিয়ন্ত্রণ করিবে।

১৪। জরিমানা আরোপ।-(১) বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সি আইএসও এর নির্দেশনা প্রতিপালন করিবে; অন্যথায় আইএসও কর্তৃক প্রণীত ও কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত প্রবিধানমালা অনুযায়ী জরিমানা আরোপ করিতে পারিবে যাহা উক্ত লাইসেন্সি পরিশোধ করিতে বাধ্য থাকিবে।

(২) কোন লাইসেন্সি কর্তৃক বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষেত্রে আইএসও কর্তৃক নির্দেশিত পরিমাণ অ্যাকটিভ ও রিঅ্যাকটিভ পাওয়ার উৎপাদনে ব্যর্থ হইলে প্রবিধানমালা অনুযায়ী আইএসও জরিমানা আরোপ করিতে পারিবে।

(৩) বিদ্যুৎ সঞ্চালনের ক্ষেত্রে আইএসও কর্তৃক নির্দেশিত পরিমাণ বিদ্যুৎ সঞ্চালনে ব্যর্থ হইলে সঞ্চালন লাইসেন্সিকে প্রবিধানমালা অনুযায়ী আইএসও জরিমানা আরোপ করিতে পারিবে।

(৪) বিদ্যুৎ বিতরণের ক্ষেত্রে কোন বিতরণ লাইসেন্সি পূর্বঘোষিত চাহিদা হইতে বেশী লোড গ্রহণ করিলে (Overdrawn) বা মাত্রাতিরিক্ত লোড বর্জন করিলে (Rejection) প্রবিধানমালা অনুযায়ী আইএসও জরিমানা আরোপ করিতে পারিবে।

১৫। ফিস, জরিমানা ও চার্জ আদায়।- বিধি ১৪ এর উপবিধি-২, ৩ ও ৪ এর নির্দেশনা মোতাবেক সৃষ্ট ব্যয় বা ক্ষতি এবং অন্যান্য খরচের অর্থ দায়ী লাইসেন্সির নিকট হইতে আইএসও Public Demand Recovery Act, 1913 (Act No. III of 1913) এর অধীন সরকারি দাবী হিসাবে আদায় করিতে পারিবে।

তৃতীয় অধ্যায়
পূর্তকর্ম, ইত্যাদি

১৬। রাস্তা, সড়ক ও মহাসড়ক, রেলপথ ইত্যাদি খনন, উন্মুক্তকরণের বিষয়ে বিধানসমূহ।- (১) কোন লাইসেন্সি লাইসেন্সে উল্লিখিত শর্তসাপেক্ষে, সরবরাহ এলাকার মধ্যে অথবা লাইসেন্সের শর্তাদি মোতাবেক সরবরাহ এলাকার বাহিরে বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন স্থাপনের অনুমতি প্রাপ্ত হইলে, যথাশীঘ্র সম্ভব উক্ত এলাকায়-

(ক) যে কোন রাস্তা, সড়ক ও মহাসড়ক বা রেলপথের মাটি এবং পাকা জায়গা উন্মুক্তকরণ বা ভাঙ্গার কাজ করিতে পারিবে;

(খ) যে কোন রাস্তা, সড়ক ও মহাসড়ক বা রেলপথের বা নিচে অবস্থিত যে কোন ভূগর্ভস্থ নর্দমা, নালা বা সুড়ঙ্গপথ উন্মুক্তকরণ বা ভাঙ্গার কাজ করিতে পারিবে;

(গ) বিদ্যুৎ সঞ্চালন, বিতরণ, ক্যাবল ও এরিয়াল সরবরাহ লাইন এবং অন্যান্য পূর্তকর্ম নির্মাণ বা স্থাপন এবং উহা মেরামত, পরিবর্তন বা অপসারণ করিতে পারিবে এবং

(ঘ) যথাযথভাবে বিদ্যুৎ সরবরাহ ও অন্য প্রতিষ্ঠানের ব্যবহারের লক্ষ্যে টানেল বা ডাক্ট নির্মাণ, ফাইবার অপটিক লাইন স্থাপনসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজ করিতে পারিবে।

(২) উপবিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, লাইসেন্সি সংশ্লিষ্ট স্থানীয় কর্তৃপক্ষ, মালিক অথবা ক্ষেত্রমতে, বৈধ দখলকারকে আইন ও বিধি মোতাবেক অবহিত করিয়া, ভূমিতে বা উপরে বা নিচে বৈদ্যুতিক সরবরাহ লাইন বা অন্যবিধ পূর্তকর্ম নির্মাণ বা স্থাপন করিতে পারিবে।

১৭। পাইপ অথবা তার পরিবর্তন।- পক্ষগণের মধ্যে ভিন্নরূপ কোন চুক্তি না থাকিলে পাইপ বা তার পরিবর্তনের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত শর্তসমূহ প্রযোজ্য হইবে, যথা:-

(ক) যে কোন পরিবর্তনের কাজ শুরুর অন্যূন ১ (এক) মাস পূর্বে লাইসেন্সি অথবা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি অতঃপর অপারেটর বলিয়া উল্লিখিত, পাইপ, তার, বৈদ্যুতিক সরবরাহ লাইন বা পূর্তকর্মের সাময়িক অধিকারিকে, অতঃপর এই বিধিতে মালিক বলিয়া উল্লিখিত, লিখিত নোটিশ প্রদান করিবে এবং উক্ত নোটিশে কি ধরণের পরিবর্তনের প্রস্তাব করা হইয়াছে উহার বর্ণনা ও পরিকল্পনা থাকিবে এবং কখন হইতে পরিবর্তন কর্ম শুরু হইবে উহার বিবরণ থাকিবে এবং পরবর্তীতে মালিক এই বিষয়ে যে ধরণের তথ্য জানিতে ইচ্ছা করিবেন, তাহা প্রদান করিবেন;

(খ) নোটিশ প্রদানের ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে মালিক অপারেটরের নিকট এই মর্মে অধিযাচন পত্র প্রেরণ করিতে পারিবেন এবং প্রস্তাবিত পরিবর্তনের বিষয়ে কোন প্রশ্ন দেখা দিলে উহা পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে নিষ্পত্তি হইবে এবং উক্তরূপে বিষয়টি নিষ্পত্তি না হইলে আইনের ধারা ৫৩ এর বিধান অনুযায়ী নিষ্পত্তি হইবে এবং

(গ) দফা (খ) এর অধীন কোন বিষয় মধ্যস্থতাকারীর নিকট প্রেরণ করা হইলে, মধ্যস্থতাকারী মালিকের দায়-দায়িত্ব এবং অপারেটর কর্তৃক পূর্তকর্ম বাস্তবায়নের উপর অযথা বাধা পরিহারে গুরুত্ব আরোপ করিবেন।

১৮। নূতন পূর্তকর্মের নোটিশ।- (১) লাইসেন্সি কর্তৃক কোন রাস্তা, সড়ক ও মহাসড়ক বা উহার অংশবিশেষ, রেলপথ, খাল বা জলপথে পূর্তকর্ম করিবার ক্ষেত্রে-

(ক) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে অন্যূন ১৫ (পনের) দিন পূর্বে নোটিশ প্রদান করিতে হইবে;

(খ) যেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান লাইসেন্সির উপর্যুক্ত পূর্তকর্ম নকশার অংশবিশেষ অনুমোদন না করেন বা সংশোধন সাপেক্ষে উহা অনুমোদন করেন এবং অবহিত করেন, সেক্ষেত্রে লাইসেন্সি অবহিত হইবান ১ (এক) সপ্তাহের মধ্যে সরকারের নিকট আপীল করিতে পারিবেন এবং সরকার প্রকৃত কারণসমূহ বিবেচনা করিয়া সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে, যাহা চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে;

(গ) ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান লাইসেন্সিকে লিখিতভাবে তাহার অনুমোদন বা অননুমোদনের বিষয়টি অবহিত করিতে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে পূর্তকর্ম অনুমোদিত বলিয়া গণ্য হইবে;

(ঘ) সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যদি এইরূপ পূর্তকর্ম অনুমোদন করেন, বা সংশোধন সাপেক্ষে অনুমোদন করেন, সেইক্ষেত্রে উভয়পক্ষ পূর্তকর্ম, উহার ক্ষতিপূরণ বা অন্য কোন ব্যক্তির প্রতি মালিকের দায় সংক্রান্ত বিষয়ে পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে নিষ্পত্তি হইবে এবং সম্মতির ভিত্তিতে মীমাংসা না হইলে আইনের ৫৩ ধারার বিধান অনুযায়ী নিষ্পত্তি হইবে;

(ঙ) পূর্তকর্মের ফলে যদি কোন রাস্তা, সড়ক ও মহাসড়ক বা বাঁধের ক্ষতি হয় লাইসেন্সি পূর্তকর্ম সমাপনান্তে নিজ খরচে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা মেরামতের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের তত্ত্বাবধানে তাহা মেরামত করিয়া দিবেন;

(চ) যেক্ষেত্রে ভূ-গর্ভস্থ সরবরাহ লাইনে কোন পূর্তকর্ম করিবার প্রয়োজন হয়, যাহা মূল সরবরাহ লাইনের সহিত সংযুক্ত তাহা হইলে লাইসেন্সি মেরামতকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অথবা ক্ষেত্রমতে মালিককে অনুরূপ পূর্তকর্ম সম্পাদনের ইচ্ছা জানাইয়া অন্যূন ৪৮ (আটচল্লিশ) ঘন্টার লিখিত নোটিশ প্রদান করিবেন এবং

(ছ) বিদ্যমান পূর্তকর্মের বৈশিষ্ট্য এবং অবস্থানের কোনরূপ পরিবর্তন না করিয়া মেরামত, নবায়ন বা সংশোধনের জন্য পূর্তকর্ম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে, জরুরি অবস্থা ব্যতীত অন্যান্য ক্ষেত্রে লাইসেন্সি, মেরামতকারী কর্তৃপক্ষ বা ক্ষেত্রমতে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে তাহার উদ্দেশ্য সম্পর্কে অন্যূন ৪৮ (আটচল্লিশ) ঘন্টার লিখিত নোটিশ প্রদান করিবেন এবং উক্ত সময় অতিক্রান্তের পর তৎক্ষণাৎ অনুরূপ পূর্তকর্ম শুরু করিতে হইবে এবং যথাশীঘ্রই সম্ভব দ্রুততার সহিত এবং যদি সম্ভব হয়, শেষ না হওয়া পর্যন্ত দিবারাত্রি কাজ চালাইয়া যাইবে।

(২) লাইসেন্সি উপবিধি (১) এর কোন বিধান প্রতিপালনে ব্যর্থ হইলে, ইহার ফলে সৃষ্ট যেকোন ক্ষতি বা অনিষ্টের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে পূর্ণ ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে এবং অনুরূপ ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ধারণে সৃষ্ট মতপার্থক্য বা বিবাদ আইনের ৫৩ ধারার বিধান অনুযায়ী নিষ্পত্তিযোগ্য হইবে।

(৩) এই বিধির অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, ভূগর্ভস্থ বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন নষ্ট হইয়া গেলে জরুরি অবস্থার ক্ষেত্রে লাইসেন্সি মেরামতকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান অথবা ক্ষেত্রমতে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে তাহার অভিপ্রায় সম্পর্কে নোটিশ প্রদান করিয়া উপবিধি (১) এর বিধানাবলীর প্রতিপালন ব্যতিরেকেই বিদ্যুৎ লাইন স্থাপন করিতে পারিবেন। জরুরি অবস্থার ক্ষেত্রে লাইসেন্সি বিদ্যুৎ ব্যবস্থা দ্রুত পুন:স্থাপনের প্রয়োজনে অস্থায়ীভিত্তিতে বিদ্যুৎ লাইন নির্মাণ করিতে পারিবেন।
তবে শর্ত থাকে যে, অনুরূপ লাইন শুধু ভূগর্ভস্থ বৈদ্যুতিক সরবরাহ লাইন ত্রুটিমুক্ত না করা পর্যন্ত ব্যবহার করা যাইবে এবং সকল ক্ষেত্রে ত্রুটি অপসারণের পরপরই এবং সরকারের লিখিত সম্মতি না থাকিলে, ছয় সপ্তাহের মধ্যে তাহা অপসারণ করিতে হইবে।

১৯। পূর্তকর্ম পরিবর্তন।- (১) এই বিধির অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে কোন লাইসেন্সি বিধি ১৬ এর অধীন ক্ষমতা প্রয়োগ করিয়া পূর্তকর্ম সম্পাদন করিতে পারিবেন, যথা:-

(ক) অন্য কোন লাইসেন্সির নিয়ন্ত্রণাধীন কোন বৈদ্যুতিক লাইন বা প্ল্যান্ট;

(খ) যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কর্তৃক কোন নূতন পাইপলাইন বা অন্যবিধ পূর্তকর্ম স্থাপন বা নির্মাণের জন্য কোন পরিখা খননের প্রয়োজন হইলে, সেই ক্ষেত্রে লাইসেন্সি বা ক্ষেত্রমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি, ভিন্নরূপ কোন চুক্তি না থাকিলে অথবা জরুরি অবস্থায় সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অথবা যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা লাইসেন্সিকে পরিখার খনন কাজ শুরুর পূর্বে বিশেষ বার্তা বাহক মারফত অথবা টেলিফোন, মোবাইল, ফ্যাক্স, অথবা ই-মেইল অথবা এসএমএস এর মাধ্যমে জানাইবেন। তবে, পরবর্তীতে লিখিতভাবে বিষয়টি অবহিত করিবেন। কাজ বাস্তবায়নের সময় ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উপস্থিত থাকিবার অধিকার থাকিবে এবং ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের যুক্তিসঙ্গত সন্তুষ্টি সাপেক্ষে তাহা বাস্তবায়িত হইবে;

(গ) বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ১৮নং আইন) এর অধীন লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক পরিচালিত টেলিযোগাযোগের উদ্দেশ্যে এবং ইন্টারনেট সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত কোন টেলিযোগাযোগের যন্ত্রপাতি;

(ঘ) বাংলাদেশ রেলওয়ে কর্তৃক পরিচালিত টেলিগ্রাফ ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি এবং

(ঙ) ক্যাবল টেলিভিশন নেটওয়ার্ক পরিচালনা আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৩৮নং আইন) এর অধীন ক্যাবল টেলিভিশন বিতরণ ব্যবস্থার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি।

(২) যেকোন ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সিকে বৈদ্যুতিক লাইন বা প্ল্যান্ট পরিবর্তনের জন্য অনুরোধ করিতে পারিবেন।

(৩) লাইসেন্সি, পূর্তকর্ম শুরু করিবার কমপক্ষে ১৫ (পনের) দিন পূর্বে পূর্তকর্মের ধরণ, সম্ভাব্য পরিবর্তন, সময় এবং স্থান উল্লেখ করিয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে নোটিশ প্রদান করিবেন।

(৪) জরুরি অবস্থায় উপবিধি (৩) এর বিধান প্রযোজ্য হইবে না, তবে পূর্তকর্ম শুরু করিবার পর যথাশীঘ্র সম্ভব সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে বিষয়টি অবহিত করিতে হইবে।

(৫) উপবিধি (৩) এর অধীন নোটিশ প্রাপ্তির ৭ (সাত) দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ উল্লেখ করিয়া পাল্টা নোটিশ প্রদান করিতে পারিবে-

(ক) কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা নিজেই উক্ত পূর্তকর্ম সম্পাদনের উদ্দেশ্যে উক্তরূপ পরিবর্তন করিবার অধিকারী এবং

(খ) উক্তরূপ পূর্তকাজ সম্পাদনের ফলে উদ্ভূত ব্যয় লাইসেন্সিকে বহন করিতে হইবে।

(৬) যদি উপবিধি (৫) এর অধীন পাল্টা নোটিশে উল্লেখ করা হয় যে, পরিবর্তনের কাজ কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার তত্ত্বাবধানে করা হইবে, তাহা হইলে লাইসেন্সি পাল্টা নোটিশটি প্রতিপালন না করিয়া পূর্তকর্ম করিবেন না।

(৭) যদি উপবিধি (৫) এর অধীন পাল্টা নোটিশ প্রদান করা না হয় অথবা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থা কর্তৃক পাল্টা নোটিশ প্রদান করা হইলেও প্রস্তাবিত কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে, যাহা ৪৮ (আটচল্লিশ) ঘন্টার কম হইবে না, সম্পন্ন করিতে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে লাইসেন্সি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার তত্ত্বাবধান ছাড়াই পরিবর্তন কাজ সম্পন্ন করিতে পারিবেন।

২০। ভূগর্ভস্থ নর্দমা, পাইপ বা বিদ্যমান বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন বা পূর্তকর্মের সন্নিকটে বৈদ্যুতিক সরবরাহ লাইন স্থাপন।- (১) যেই ক্ষেত্রে-

(ক) নূতন বৈদ্যুতিক সরবরাহ লাইন অথবা অন্যবিধ পূর্তকর্ম করিবার জন্য লাইসেন্সিকে কোন পরিখা খনন করিবার প্রয়োজন হয়, যাহার সন্নিকটে সরকার অথবা অন্যকোন স্থানীয় কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণাধীন কোন ভূগর্ভস্থ নর্দমা, পানি প্রবাহের খাত বা পূর্তকর্ম অথবা যথাযথভাবে ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তির মালিকাধীন অন্য কোন পাইপ, সাইফোন (siphon), বৈদ্যুতিক সরবরাহ লাইন বা অন্যবিধ পূর্তকর্ম আইনগতভাবে স্থাপিত হইয়াছে; অথবা

(খ) যথাযথভাবে ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কর্তৃক কোন নূতন পাইপলাইন বা অন্যবিধ পূর্তকর্ম স্থাপন বা নির্মাণের জন্য কোন পরিখা খননের প্রয়োজন হইলে, যাহার নিকট কোন লাইসেন্সির বৈদ্যুতিক সরবরাহ লাইন বা পূর্তকর্ম আইনগতভাবে স্থাপিত হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রে;

লাইসেন্সি বা ক্ষেত্রমতে ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তি, ভিন্নরূপ কোন চুক্তি না থাকিলে অথবা জরুরি অবস্থায় সরকার বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অথবা যথাযথভাবে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা লাইসেন্সিকে, অতঃপর এই বিধিতে মালিক বলিয়া উল্লিখিত, পরিখার খনন কাজ শুরুর পূর্বে লিখিতভাবে বিধি ১৯(১)(খ) এর বিধান মতে অথবা পরবর্তীতে লিখিত অবগতিসহ টেলিফোনে অথবা ই-মেইলের মাধ্যমে অবগত করিবেন। কাজ বাস্তবায়নের সময় ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের উপস্থিত থাকিবার অধিকার থাকিবে এবং ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের যুক্তিসঙ্গত সন্তুষ্টি সাপেক্ষে তাহা বাস্তবায়িত হইবে।

(২) কোন পাইপ, বৈদ্যুতিক সরবরাহ লাইন বা পূর্তকর্মের অবস্থানের পরিবর্তন না ঘটাইয়া উক্ত অংশের অধঃখননের প্রয়োজন রহিয়াছে মর্মে প্রতীয়মান হইলে, সেই ক্ষেত্রে উক্ত কার্য বাস্তবায়নকালে অধঃখনন স্থলে পাইপ, বৈদ্যুতিক লাইন বা পূর্তকর্মের যথাযথ ধারণ সম্বলিত ভিত্তি প্রদানের ব্যবস্থা রাখিতে হইবে।

(৩) যদি লাইসেন্সি বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন আড়াআড়িভাবে বা এমনভাবে স্থাপন করেন, যাহা অন্য কোন ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তির মালিকানাধীন পাইপ, লাইন বা সার্ভিস পাইপ বা সার্ভিস লাইন বা আইনের অধীন কোন ব্যক্তির জ্বালানি সরবরাহ বা সঞ্চালনের কাজে ব্যবহৃত পাইপ, লাইন বা সার্ভিস লাইন স্পর্শ করে বা করিতে পারে, সেই ক্ষেত্রে এইরূপ ব্যক্তির লিখিত সম্মতি এবং আইনের বিধান যথাযথ অনুসরণ ব্যতীত এইরূপ বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন স্থাপন করা যাইবে না।

(৪) যেই ক্ষেত্রে লাইসেন্সি এই বিধির কোন বিধান প্রতিপালনে ব্যর্থ হন, সেই ক্ষেত্রে তিনি সংঘটিত ক্ষতি বা অনিষ্টের জন্য যুক্তিসঙ্গত ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেন।

(৫) এই বিধির অধীন কোন মতপার্থক্য বা বিরোধের উদ্ভব হইলে আইনের ৫৩ ধারার বিধান অনুযায়ী উহা নিষ্পত্তিযোগ্য হইবে।

২১। ভগ্নরাস্তা, রেলওয়ে, ভূগর্ভস্থ নর্দমা, নালা বা টানেল অবিলম্বে মেরামত।- (১) এই আইনের অধীন প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগকালে কোন লাইসেন্সি কোন রাস্তা, সড়ক ও মহাসড়ক, রেলপথ, বা কোন ভূগর্ভস্থ নর্দমা, নালা বা সুড়ঙ্গপথ এর মাটি বা পাকা জায়গা উন্মুক্ত করিলে বা ভাঙ্গিলে তিনি-

(ক) অনতিবিলম্বে উন্মুক্ত বা ভগ্নকৃত অংশে নিরাপত্তা বেষ্টনী প্রদানের মাধ্যমে নিরাপত্তার ব্যবস্থা করিবেন;

(খ) উন্মুক্ত বা ভগ্নকৃত অংশের বিপরীতে বা নিকটে সূর্যাস্তের পূর্বেই সর্বসাধারণের সতর্কতার জন্য পর্যাপ্ত আলোর ব্যবস্থা করিবেন এবং উহা সূর্যোদয় পর্যন্ত সংরক্ষণ করিবেন;

(গ) উন্মুক্ত বা ভগ্নকৃত মাটি বা পাকা জায়গা বা ভূগর্ভস্থ নর্দমা বা টানেল যথাসম্ভব দ্রুততার সহিত ভরাট ও পুনর্বহাল করিবেন এবং অনুরূপ উন্মুক্তকৃত বা ভগ্নজাত আবর্জনা অপসারণ করিবেন এবং

(ঘ) উন্মুক্ত বা ভগ্নকৃত মাটি বা পাকা জায়গা বা ভূগর্ভস্থ নর্দমা, নালা বা টানেল নির্মাণ বা মেরামতের মাধ্যমে পুনর্বহালের পর উহা কমপক্ষে ০৩ (তিন) মাস সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং প্রয়োজনে আরও অতিরিক্ত সময়, যাহা ০৯ (নয়) মাসের অধিক নহে, পর্যন্ত সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(২) যদি কোন লাইসেন্সি উপবিধি (১) এর অধীনে দায়িত্ব প্রতিপালনে ব্যর্থ হন, সেই ক্ষেত্রে উক্ত রাস্তা, সড়ক ও মহাসড়ক, রেলপথ, ভূগর্ভস্থ নর্দমা, নালা বা টানেল নিয়ন্ত্রণকারী বা ব্যবস্থাপনাকারী ব্যক্তি, ব্যত্যয়কারীর বিলম্বজনিত বা বাস্তবায়নের ব্যর্থতার কারণে নিজে উক্ত কার্য সম্পন্ন করিবে এবং তজ্জন্য ব্যয়িত অর্থ ব্যত্যয়কারীর নিকট হইতে আদায় করিতে পারিবেন।

(৩) উপবিধি (২) এর অধীন ব্যয়িত অর্থের পরিমাণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোন বিরোধ সৃষ্টি হইলে উহা আইনের ৫৩ ধারার বিধান অনুযায়ী নিষ্পত্তি হইবে।

২২। টেলিফোন সেবাদানকারী সংস্থাকে নোটিশ প্রদান।- (১) কোন লাইসেন্সি, সার্ভিস লাইন বা বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনের মেরামত, নবায়ন বা বিদ্যমান পূর্তকর্মের সংশোধন, যেখানে ইহার বৈশিষ্ট বা অবস্থানের পরিবর্তন ঘটিবে না, এইরূপ ক্ষেত্র ব্যতীত, টেলিফোন সেবা প্রদানকারী লাইনের কোন অংশের ৫(পাঁচ) মিটারের মধ্যে কোন বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন স্থাপন বা অন্যবিধ পূর্তকর্ম করে সেইক্ষেত্রে টেলিফোন সংস্থাকে নিম্নবর্ণিত বিষয়াদি উল্লেখপূর্বক অন্যূন ১০ (দশ) দিনের নোটিশ প্রদান করিবে:

(ক) পূর্তকর্মের সময় বা প্রস্তাবিত পরিবর্তন;
(খ) যে পদ্ধতিতে পূর্তকর্ম করা হইবে;
(গ) যে পরিমাণ ও ধরণের বিদ্যুৎ শক্তি প্রেরিত হইবে;
(ঘ) কতদূর এবং কীভাবে ভূ পরিবর্তন হইবে এবং

অনুরূপ পূর্তকর্ম বা পরিবর্তনের ফলে টেলিফোন লাইনের কোনরূপ ক্ষতিসাধন হইবে না মর্মে লাইসেন্সি টেলিফোন সেবাদানকারী সংস্থাকে নিশ্চয়তা প্রদান করিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, লাইসেন্সি কর্তৃক বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন স্থাপন বা অন্যবিধ পূর্তকর্মের ত্রুটির জন্য সৃষ্ট জরুরি অবস্থায় নূতন পূর্তকর্ম বা সংশোধনের পর লাইসেন্সি টেলিফোন সেবাদানকারী সংস্থাকে শুধু সম্ভাব্য পরিবর্তনের বিষয়ে লিখিত নোটিশ প্রদান করিবেন।

(২) পূর্তকর্মটি যদি কোন ধরণের সার্ভিস লাইন নির্মাণ বা স্থাপনের কাজ হইয়া থাকে, সেক্ষেত্রে পূর্তকর্ম শুরুর অন্যূন ৪৮ (আটচল্লিশ) ঘন্টা পূর্বে লাইসেন্সি টেলিফোন সেবাদানকারী সংস্থাকে লিখিত নোটিশের মাধ্যমে অনুরূপ পূর্তকর্ম বাস্তবায়নের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিবেন।

২৩। এরিয়াল লাইন।- (১) কোন লাইসেন্সিকে এরিয়াল লাইন স্থাপনের ক্ষমতা প্রদান করা হইবে না, যদি না এতদুদ্দেশ্যে লিখিতভাবে তিনি যে পদ্ধতিতে নির্মাণ কাজের প্রস্তাব করিয়াছেন, উহা করিতে সরকার কর্তৃক তাহাকে অনুমোদন প্রদান করা হয়।

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধরনের অনুমোদন থাকিলেও এই বিধিমালার আওতায় যে সকল কর্তৃপক্ষের সম্মতির প্রয়োজন রহিয়াছে, ইহার দায় হইতে লাইসেন্সি অব্যাহতি প্রাপ্ত হইবেন না।

(২) উপবিধি (১) এর বিধান নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না -
(ক) বিদ্যুৎ লাইন এমন, ব্যক্তির জায়গায় হয় যিনি উক্তরূপ লাইন স্থাপনের জন্য দায়ী;
(খ) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্যান্য ক্ষেত্রে।

(৩) লাইসেন্সি কর্তৃক এরিয়াল লাইন স্থাপন বা রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে উপবিধি (১) এর শর্ত ভঙ্গের কারণে সরকার তৎক্ষণাৎ উহা অপসারণের জন্য লাইসেন্সিকে নির্দেশ দিতে পারিবে বা অপসারণের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে এবং এইরূপ অপসারণের জন্য ব্যয়িত অর্থ লাইসেন্সির নিকট হইতে আদায় করা যাইবে।

(৪) এরিয়াল লাইন স্থাপনের পর কোন একটি এরিয়াল লাইনের সন্নিকটে কোন বৃক্ষ বা কোন কাঠামো বা অন্যবিধ বস্তু দন্ডায়মান থাকিলে বা পড়িলে এবং উহার অবস্থান বিদ্যুৎ পরিবহন বা প্রেরণে বা কোন পূর্তকর্মে বিঘ্ন ঘটাইতে পারে বা বাধার সৃষ্টি হইতে পারে, এইরূপ অবস্থায় লাইসেন্সি উক্ত বৃক্ষ, কাঠামো বা বস্তু অপসারণের ব্যবস্থা করিবেন অথবা ক্ষেত্রমতে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

(৫) এরিয়াল লাইন স্থাপনের পূর্ব হইতে স্থিত কোন কাঠামো বা অন্যবিধ বস্তু অপসারণের ক্ষেত্রে উহার মালিক বা দখলকারের আপত্তি থাকিলে, উক্ত আপত্তির কারণ উল্লেখপূর্বক জেলা প্রশাসক অথবা তাহার মনোনীত প্রতিনিধি বরাবর আবেদন করিতে পারিবেন।

(৬) উপবিধি (৫)-এর অধীন উক্ত আবেদন প্রাপ্তির পর যদি উভয় পক্ষের শুনানি গ্রহণান্তে জেলা প্রশাসক অথবা তাহার মনোনীত প্রতিনিধির নিকট এই মর্মে প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত এরিয়াল লাইন স্থাপন জনস্বার্থের জন্য আবশ্যকীয়, সেই ক্ষেত্রে উক্ত মালিক বা দখলকারের আপত্তি সত্ত্বেও লাইসেন্সিকে উক্ত কাঠামো বা বস্তু অপসারণের আদেশ দিতে পারিবেন।

তবে, যদি জেলা প্রশাসক অথবা তাহার মনোনীত প্রতিনিধি এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, এই ধরণের অপসারণের ফলে মালিক বা দখলকারকে ক্ষতিপূরণ প্রদান সঙ্গত হইবে, সেই ক্ষেত্রে উভয় পক্ষের সমঝোতার ভিত্তিতে মালিক বা দখলকারকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য লাইসেন্সিকে আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

২৪। **ক্ষতিপূরণ।-** (১) এই আইনের অধীন পূর্তকর্ম সম্পাদনকালে বা বৈদ্যুতিক টাওয়ার নির্মাণে লাইসেন্সি ফসল, গাছপালা, জমি, অবকাঠামোর যতদূর সম্ভব কম অনিষ্ট, ক্ষতি এবং অসুবিধা সৃষ্টি করিবেন এবং তদকর্তৃক যে কোন অনিষ্ট, ক্ষতি বা অসুবিধার জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে।

(২) উপবিধি (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে পূর্তকর্ম সম্পাদনকালে বা টাওয়ার নির্মাণকালে লাইসেন্সি কর্তৃক কোন অস্থাবর সম্পত্তির ক্ষতি সাধিত হইলে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে প্রচলিত বাজার মূল্যে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে। ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের ক্ষেত্রে পাকা অবকাঠামো হইলে গণপূর্ত বিভাগ হইতে, ফসলের ক্ষেত্রে কৃষি বিভাগ হইতে এবং গাছপালার ক্ষতি সাধনের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বনবিভাগ হইতে মূল্য নির্ধারণী প্রতিবেদন গ্রহণ করিতে হইবে। প্রাপ্ত প্রতিবেদনের আলোকে সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সির পরিচালনা পর্ষদ/বোর্ড পর্যালোচনাপূর্বক যুক্তিসঙ্গত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণ করিবেন।

(৩) লাইসেন্সি কর্তৃক বৈদ্যুতিক টাওয়ার নির্মাণ বা অন্য কোন পূর্তকর্ম সম্পাদনের ক্ষেত্রে ব্যক্তি মালিকানাধীন জমি ব্যবহারের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট মালিককে প্রচলিত বাজার মূল্যে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিতে হইবে।

(৪) জমির বাজার মূল্য নির্ধারণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সাব-রেজিস্ট্রার অফিস হইতে একই মৌজার একই শ্রেণির সম্পত্তির বিগত ০১ (এক) বৎসরের গড় মূল্য পর্যালোচনা করিয়া সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সির বোর্ড ন্যায়ানুগ মূল্য নির্ধারণ করিবে।

(৫) টাওয়ার নির্মাণসহ অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত জমি নির্মান কাজ সম্পাদন শেষে টাওয়ার বা বৈদ্যুতিক স্থাপনার কোন রূপ ক্ষতি সাধন না করিয়া সংশ্লিষ্ট ভূমি মালিক ব্যবহার করিতে পারিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, যদি কখনও লাইসেন্সির নিকট এই মর্মে প্রতীয়মান হয় যে, উক্ত জমির ব্যবহার টাওয়ার বা বৈদ্যুতিক স্থাপনার জন্য অসুবিধা/হুমকি সৃষ্টি করিতেছে, তবে তৎক্ষণাৎ লাইসেন্সি ভূমি মালিককে উক্ত জমির ব্যবহার হইতে বিরত রাখিবার অধিকার সংরক্ষণ করিবেন।

(৬) লাইসেন্সি প্রয়োজনে সাফকবলা দলিলমূল্যে জমি ক্রয় করিয়া এই আইনের অধীন বৈদ্যুতিক টাওয়ার নির্মাণ বা পূর্তকর্ম সম্পাদন করিতে পারিবে।

(৭) ক্ষতিপূরণ এর ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সির বোর্ড এর সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে এবং ক্ষতিপূরণের পরিমাণ বা অনুরূপ ক্ষতিপূরণের আবেদন প্রশ্নে যে কোন মতপার্থক্য বা বিরোধের উদ্ভব হইলে আইনের ৫৩ ধারার বিধান অনুযায়ী বিষয়টি নিষ্পত্তি করিতে হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়
বিদ্যুৎ সরবরাহ, মিটার স্থাপন, ইত্যাদি

২৫। **মিটার।-** (১) আইনের ১৭ ধারার বিধানমতে লাইসেন্সি উপযুক্ত মনে করিলে, গ্রাহকের আঙ্গিনায় এমন ধরনের মিটার, সর্বোচ্চ চাহিদা নির্দেশক বা অন্যবিধ যন্ত্র স্থাপন করিতে পারিবেন, যাহা সরবরাহকৃত বিদ্যুতের পরিমাণ বা যে মেয়াদে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হইয়াছে বা সময় ভিত্তিক বিদ্যুৎ ইউনিটের হার বা বিদ্যুৎ সরবরাহ সম্পর্কিত অন্যবিধ পরিমাণ বা সময় নিশ্চিত করে।

তবে শর্ত থাকে যে, কোন চুক্তি বহির্ভূতভাবে মূল বিতরণ লাইনের এবং বিধি ১৭ এ উল্লিখিত মিটার-এর অন্তর্বর্তী স্থান ব্যতীত অন্য কোন স্থানে মিটার, নির্দেশক বা যন্ত্রপাতি স্থাপন করা যাইবে না।

পূর্বে উল্লিখিত কোন মিটার, নির্দেশক বা যন্ত্র যাহা বিদ্যুৎ বিলিং এর কাজে ব্যবহৃত হইয়া থাকে, লাইসেন্সি উক্ত মিটার, নির্দেশক বা যন্ত্রকে সঠিক ও চালু অবস্থায় রাখিবেন।

(২) গ্রাহকের সহিত আলোচনা সাপেক্ষে লাইসেন্সি কর্তৃক সরবরাহ পয়েন্ট নির্ধারিত হইবে।

(৩) বিতরণ লাইসেন্সি সরবরাহকৃত বা স্থাপিত মিটার নিম্নোক্ত কারণে প্রতিস্থাপনের জন্য অনুরোধ জানাইতে পারিবে -

(ক) আইন, বিধি বা প্রবিধান অথবা বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরি কমিশন আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ১৩নং আইন) এর বিধান প্রতিপালন নিশ্চিত করিবার জন্য; অথবা

(খ) লাইসেন্সি এবং গ্রাহকের মধ্যে যদি কোন কারণে মতবিরোধ দেখা দেয়, তাহা হইলে সেই ক্ষেত্রে লাইসেন্সির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রতিস্থাপন এবং

(গ) অন্য কোন যুক্তিসঙ্গত কারণে।

(৪) লাইসেন্সি কর্তৃক অনুরোধ করিবার পর যদি গ্রাহক মিটার প্রতিস্থাপন করিতে অস্বীকার করেন, তাহা হইলে বিতরণ লাইসেন্সি বিদ্যুৎ সরবরাহ বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবেন।

(৫) কোন গ্রাহক সাময়িকভাবে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিতে চাহিলে সমুদয় বকেয়া বিদ্যুৎ বিল ও প্রযোজ্য চার্জ পরিশোধপূর্বক ন্যূনতম ৪৮ (আটচল্লিশ) ঘন্টা পূর্বে লাইসেন্সিকে লিখিতভাবে অনুরোধ করিলে লাইসেন্সি গ্রাহকের সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিবেন।

(৬) কোন মিটার ব্যবহারের জন্য সঠিক বলিয়া গণ্য হইবে, যদি ইহা লাইসেন্সির নির্ধারিত ধরন, স্ট্যান্ডার্ড ও স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী হইয়া থাকে।

ব্যাখ্যা।– কোন মিটার সঠিক বলিয়া বিবেচিত হইবে, যদি উহা নির্ধারিত ক্রুটি সীমার মধ্যে বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিমাণ বা সরবরাহকৃত বিদ্যুতের পরিমাণ নির্দেশ করে।

(৭) মিটার সঠিক কিনা তদ্‌বিষয়ে কোন মতপার্থক্য বা বিতর্কের সৃষ্টি হইলে যেকোন পক্ষ প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের নিকট আবেদন করিতে পারিবেন। প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক আবেদন প্রাপ্তির ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে পক্ষগণকে শুনানির সুযোগ প্রদান করিয়া সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন। মিটারটি সঠিক নয় মর্মে প্রতীয়মান হইলে প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক সংশ্লিষ্ট গ্রাহককে উক্ত সময়কালে সরবরাহকৃত বিদ্যুতের পরিমাণ অথবা সরবরাহের সংযুক্ত লোড নির্ধারণ করিবেন। এই বিষয়ে প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, এই উপবিধির অধীন লাইসেন্সি বা গ্রাহক কর্তৃক প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের নিকট আবেদন করিবার পূর্বে উক্তরূপ অভিযোগ দায়েরের বিষয়ে অপর পক্ষকে ০৭ (সাত) দিনের নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।

(৮) প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে সরবরাহকৃত বিদ্যুতের পরিমাণ নিরূপিত হইবে।

২৬। **যথাযথভাবে বৈদ্যুতিক মিটার সংরক্ষণ।-** (১) আইনের ধারা ১৭(৩) ও ১৭(৪) মোতাবেক গ্রাহক যথাযথভাবে বৈদ্যুতিক মিটার সংরক্ষণ করিবেন।

(২) আইনের ১৭ ধারার বিধান লঙ্ঘনের কারণে বিতরণ লাইসেন্সি মিটার অপসারণ, পরীক্ষণ এবং পুনঃস্থাপন করিতে পারিবে এবং তজ্জন্য ব্যয়িত অর্থ গ্রাহকের নিকট হইতে আদায় করিতে পারিবেন।

২৭। বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্নকরণ।- (১) লাইসেন্সি কর্তৃক যথাযথভাবে মিটার সংরক্ষণ অথবা বিদ্যুৎ সরবরাহের জন্য বিদ্যুৎ বিল বা চার্জ পরিশোধে কোন গ্রাহক ব্যর্থ হইলে, লাইসেন্সি উক্ত ব্যক্তিকে অন্যূন ১০ (দশ) দিনের লিখিত নোটিশ প্রদান অথবা লিখিত নোটিশের পরিবর্তে গ্রাহকপ্রান্তে সরবরাহকৃত বিদ্যুৎ বিলের কপিতে স্পষ্টভাবে সংযোগ বিচ্ছিন্নের সময়সীমা উল্লেখ করিয়া বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবেন।

তবে শর্ত থাকে যে, বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হইবে না, যদি গ্রাহক, এই বিষয়ে আপত্তি বা অন্যবিধ কারণের অংশ হিসাবে-

(ক) দাবীকৃত অর্থ নোটিশে কিংবা গ্রাহকপ্রান্তে সরবরাহকৃত বিদ্যুৎ বিদ্যুৎ বিলের কপিতে উল্লিখিত সময়সীমার মধ্যে পরিশোধ করেন;

(খ) বিলে কোন আপত্তি থাকিলে পূর্বের ১২ (বার) মাসের বিল গড় করিয়া অথবা গ্রাহকের লোড বিবেচনায় আপত্তিকৃত বিল সংশোধন করিতে হইবে। সংশোধিত বিলের উপর কোন সারচার্জ ধার্য হইবে না। ইহা নূতন বিল হিসাবে গণ্য হইবে। দাবীকৃত বিলের ১০% জমা দিয়া আপত্তি দাখিল করিতে হইবে।

(গ) যদি আপত্তির অংশ হিসাবে দফা 'খ' এ উল্লিখিত অর্থ পরিশোধ করা হইয়া থাকে, সেই ক্ষেত্রে গ্রাহক কারণ উল্লেখপূর্বক বিতরণ লাইসেন্সির স্থানীয় কর্মকর্তার উপরস্থ কর্মকর্তার নিকট ১০ (দশ) কর্মদিবসের মধ্যে লিখিতভাবে আপত্তি দাখিল করিতে পারিবেন।

(ঘ) উক্ত কর্মকর্তা (খ) দফা অনুসারে দাখিলকৃত আপত্তির বিষয়ে ১৫(পনের) কার্যদিবসের মধ্যে নিষ্পত্তি করিবেন।

(ঙ) দফা "খ" এ উল্লিখিত কর্মকর্তার সিদ্ধান্তে যদি গ্রাহক সংক্ষুব্ধ হন, সেই ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত অবহিত হইবার ১০(দশ) কার্যদিবসের মধ্যে উক্ত সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে বিতরণ লাইসেন্সির প্রধান নির্বাহীর নিকট আপত্তি দাখিল করিতে পারিবেন।

(চ) প্রধান নির্বাহী "ঙ" দফা অনুসারে দাখিলকৃত আপত্তি প্রাপ্তির ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে আপত্তি নিষ্পত্তি করিবেন।

(ছ) দফা "চ" অনুসারে প্রদত্ত আদেশে যদি গ্রাহক সন্তুষ্ট না হন, অথবা ৩০ (ত্রিশ) কার্যদিবসের মধ্যে আপত্তি নিষ্পত্তি না হয়, সেই ক্ষেত্রে পরবর্তী ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে কমিশনে আপিল দায়ের করিতে পারিবেন, এ ক্ষেত্রে কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) নিম্নবর্ণিত যেকোন কারণে লাইসেন্সি কোন স্থানের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবেন-

(ক) উক্ত স্থানের মালিক বা দখলকার জামানত প্রদান না করিলে অথবা অপর্যাপ্ত জামানত প্রদান করিলে, অথবা উক্ত স্থানের মালিক বা দখলকার পরিবর্তন হইলে পরিবর্তিত মালিক বা দখলকার জামানত প্রদানে ব্যর্থ হইলে;

(খ) উক্ত স্থানের মালিক বা দখলকার এমন কোন যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়াছেন বা তাহার যে স্থানে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হইয়াছে উহা এমনভাবে ব্যবহার করা হইয়াছে, যাহা লাইসেন্সি কর্তৃক অন্যকোন ব্যক্তিকে সরবরাহকৃত বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি করে;

(গ) উক্ত স্থানে ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক তার, ফিটিংস, পূর্তকর্ম এবং যন্ত্রপাতি ভাল অবস্থায় না থাকিবার কারণে বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার ক্ষতি সাধিত হইলে;

(ঘ) উক্ত স্থানের মালিক বা দখলকার লাইসেন্সিকে নোটিশ প্রদান না করিয়া ব্যবহৃত বৈদ্যুতিক তার, ফিটিংস, পূর্তকর্ম বা যন্ত্রপাতির সংযোজন বা পরিবর্তন সাধন করিলে; অথবা

(ঙ) উক্ত স্থানের মালিক বা দখলকার নিম্নবর্ণিত কাজ করিলে-

(i) এমনভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহার করে যাহাতে লাইসেন্সির বিদ্যুৎ লাইন বা পূর্তকর্মের অনিষ্ট সাধিত হয় বা নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয়;

(ii) এমন পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ ব্যবহার দেখানো হয়, যাহা উচ্চ ট্যারিফ হারে বিদ্যুৎ ব্যবহার হিসাবে আদায়যোগ্য;

(iii) মিটার, বিদ্যুৎ ব্যবহার নির্দেশক বা অনুরূপ কোন যন্ত্রের সিল, কভার, খোল, ইত্যাদি নষ্ট করিলে বা উহার উপর ঘষা-মাঝা (Tempering) করিলে;

(iv) মিটার, বিদ্যুৎ ব্যবহার মাপার নির্দেশক অথবা অনুরূপ কোন যন্ত্রের ইনডেক্সের পরিবর্তন করিলে;

(v) মিটার, বিদ্যুতের সর্বোচ্চ চাহিদা নির্দেশক বা অনুরূপ যন্ত্রকে বিদ্যুৎ সরবরাহ, ব্যবহার লিপিবদ্ধ করিতে বাধাগ্রস্ত করিলে;

(vi) অবৈধভাবে বিদ্যুৎ ব্যবহার করিলে।

(৩) বিধি ৭১ (২) এর আওতায় কোন গ্রাহকের বৈদ্যুতিক স্থাপনা পরিদর্শণ ও পরীক্ষণের জন্য প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক কর্তৃক সরকার নির্ধারিত ধার্যকৃত ফি পরিশোধে গ্রাহক ব্যর্থ হইলে সেই ক্ষেত্রে গ্রাহকের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার ব্যাপারে প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের লিখিত অনুরোধ প্রাপ্তির পর লাইসেন্সী বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করিবে।

২৮। বিদ্যুৎ পুনঃসংযোগ।–

(১) গ্রাহকের ত্রুটির ক্ষেত্রে লাইসেন্সি কর্তৃক বিচ্ছিন্ন লাইনের সংযোগ পুনঃস্থাপিত হইতে পারে, যদি গ্রাহক-

(ক) পরিশোধযোগ্য বকেয়া বিল প্রদান করেন;

(খ) ত্রুটিগুলির সংশোধন পূর্বক পূর্বাবস্থায় আনয়ন করেন;

(গ) বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন ও পুনঃসংযোগ করিবার জন্য উদ্ভূত যুক্তিসঙ্গত ব্যয় পরিশোধ করেন; এবং

(ঘ) জামানত প্রদান করেন।

(২) লাইসেন্সি কর্তৃক আইনের বিধান লঙ্ঘনের ফলে গ্রাহক ক্ষতিগ্রস্ত হইলে তজ্জন্য গ্রাহক কমিশনে অভিযোগ দায়ের করিতে পারিবেন।

(৩) গ্রাহকের আবেদন নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে তদন্ত করিতে গিয়া যদি দেখা যায় যে, যুক্তিগ্রাহ্য এবং আইনগত উপায়ে গ্রাহকের বৈদ্যুতিক সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয় নাই, সেই ক্ষেত্রে কমিশন লাইসেন্সির বিরুদ্ধে ক্ষতিপূরণের আদেশ দিতে পারিবে।

(৪) উপবিধি (২) এর অধীন লাইসেন্সির বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হইলে লাইসেন্সির দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এই মর্মে যুক্তি উপস্থাপন করিতে পারিবেন যে, উল্লিখিত দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন অর্থাৎ তাহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান করিতে হইবে।

(৫) কমিশন উপবিধি (২) এর বিধান মোতাবেক প্রাপ্ত অভিযোগ তদন্ত করিবে এবং যথাপোযুক্ত সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে।

(৬) কোন খেলাপি গ্রাহক সমুদয় বকেয়া বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ না করিয়া উক্ত স্থাপনায় অথবা লাইসেন্সির আওতাধীন অন্য কোন স্থাপনায় নিজে নূতন কোন বিদ্যুৎ সংযোগ গ্রহণ করিতে পারিবেন না।

(৭) গ্রাহক ৩ (তিন) মাসের মধ্যে পুন:সংযোগ নিতে ব্যর্থ হইলে গ্রাহকের সংযোগ স্থায়ীভাবে বিচ্ছিন্ন বলিয়া গণ্য হইবে।

(৮) বিদ্যুৎ বিল বকেয়া রাখিয়া কোন গ্রাহক মৃত্যুবরণ করিলে অথবা তাঁহার স্থাপনা হস্তান্তর করিলে উক্ত গ্রাহকের বকেয়া বিদ্যুৎ বিল তাহার বৈধ উত্তরাধিকারী অথবা হস্তান্তর গ্রহীতা বা তাহার উত্তরাধিকারীগণের নিকট হইতে আদায়যোগ্য হইবে।

২৯। অগ্রিম বিদ্যুৎ বিল প্রদান।- (১) পোস্ট পেইড মিটারের ক্ষেত্রে বিদ্যমান যে পদ্ধতিতে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধ করিয়া থাকেন, অনুরূপ একই পদ্ধতিতে কোন গ্রাহক চাহিলে অগ্রিম বিদ্যুৎ বিল প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) তবে ভবিষ্যতে বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধি পাইলে অগ্রিম প্রদানকৃত বিলের সমন্বয় সাধন করিতে হইবে।

(৩) লাইসেন্সি কর্তৃক পঞ্জিকাবর্ষ অনুযায়ী গ্রাহককে বিদ্যুৎ বিলের বিবরণী বা দাবীর পরিমাণ জানাইতে হইবে। বকেয়া না থাকিলে না দাবী সনদপত্র পরবর্তী বৎসরের মার্চ মাসের মধ্যে জারী করিবেন।

(৪) প্রি-পেইড/স্মার্ট প্রি-পেইড মিটারের ক্ষেত্রে গ্রাহক সাধারণ নিয়মে অগ্রিম বিদ্যুৎ বিল প্রদান করিতে পারিবেন।

পঞ্চম অধ্যায়
সুরক্ষা এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা

৩০। **সংযোগ প্রদানের পূর্বে লিকেজ বিষয়ে সতর্কতা**।- (১) কোন আবেদনকারীর আঙ্গিনায় সংযোগ প্রদানের প্রাক্কালে ঐ সংযোগের আওতায় আবেদনকারীর মোট বিদ্যুৎ চাহিদার পাঁচ হাজার ভাগের একভাগের বেশী বিদ্যুৎ লিকেজ হয় মর্মে যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রতীয়মান হইলে কোন লাইসেন্সি সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীর আঙ্গিনায়/প্রাঙ্গনে কোন যন্ত্রে বিদ্যুৎ সরবরাহের সংযোগ প্রদান করিতে পারিবেন না।

(২) যদি কোন লাইসেন্সি উপবিধি (১) এর বিধানমতে সংযোগ প্রদান করিতে অস্বীকার করে, তবে তিনি সংশ্লিষ্ট আবেদনকারীকে উক্ত অস্বীকৃতির কারণ উল্লেখ পূর্বক একটি নোটিশ প্রদান করিবেন।

৩১। **গ্রাহকের আঙ্গিনায় লিকেজ**।- (১) যদি কোন লাইসেন্সি যুক্তিপূর্ণভাবে বিশ্বাস করেন যে, একজন গ্রাহকের বিদ্যুৎ সিস্টেমে লিকেজ রহিয়াছে যাহা বিপদ ঘটাইবার কারণ হইতে পারে, তখন তিনি গ্রাহককে লিখিতভাবে এই মর্মে একটি যুক্তিসঙ্গত সময় দিয়া নোটিশ প্রদান করিতে পারিবেন যে, তিনি যন্ত্রটি পরিদর্শন ও পরীক্ষা করিতে চান।

(২) উপবিধি (১) এর অধীন নোটিশ প্রদান করা হইলে-

(ক) গ্রাহক কর্তৃক যদি যুক্তিসঙ্গতভাবে পরিদর্শন ও পরীক্ষার জন্য সুযোগ প্রদান করা না হয়;

(খ) গ্রাহকের সিষ্টেমে সর্বোচ্চ সরবরাহের পাঁচ হাজার ভাগের একভাগের অধিক লিকেজ হইতে দেখা যায়,

তবে উল্লিখিত সিষ্টেমে লাইসেন্সি গ্রাহককে তাৎক্ষণিক নোটিশ প্রদান করিয়া সেখানে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করিতে পারিবেন এবং লিকেজের কারণ দূরীভূত না হওয়া পর্যন্ত পুনরায় সংযোগ পুন:স্থাপন করিতে পারিবেন না।

৩২। **লিকেজ সম্পর্কে পরিদর্শকের নিকট আবেদন** ।- (১) যদি কোন আবেদনকারী বা ভোক্তা বিধি ৩০ ও ৩১ এর আওতায় লাইসেন্সি তাহাকে সংযোগ দিতে অস্বীকার করিবার কারণে বা সংযোগ বন্ধ করিবার কারণে বা তাহার সিষ্টেমে বিদ্যুৎ সরবরাহ পুন:স্থাপনে বিলম্ব হইবার কারণে উক্ত লাইসেন্সির কাজে সন্তুষ্ট না হন, তবে তিনি সংশ্লিষ্ট পরিদর্শকের নিকট এতদ্বিষয়ে তাহার আবেদন পেশ করিতে পারিবেন এবং এতদপ্রেক্ষিতে উক্ত পরিদর্শক বা তাহার কাজে সহায়তাকারী নিযুক্ত কর্মকর্তা পরিদর্শকের নির্দেশ মোতাবেক সরকার কর্তৃক নির্ধারিত ফিস গ্রহণপূর্বক ভোক্তা বা আবেদনকারীর যন্ত্রপাতি অথবা বিদ্যুৎ সিস্টেমের মধ্যে কোন লিকেজ আছে কিনা তাহা পরীক্ষা করিবার ব্যবস্থা নিতে পারিবেন।

(২) এই পরীক্ষা আবেদনপত্র প্রাপ্তির ৪৮ (আটচল্লিশ) ঘন্টা বা উপবিধি (১) এর আওতায় প্রদত্ত ফিস প্রদানের মধ্যে যেটি পরে হয়, সে আলোকে সম্পাদন করিবেন।

(৩) যদি পরিদর্শক বা উপরে উল্লিখিত কোন কর্মকর্তা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পান যে, আবেদনকারী কর্তৃক সর্বোচ্চ বিতরণ চাহিদার পাঁচ হাজার ভাগের একভাগের কম বিদ্যুৎ আবেদনকারীর সিস্টেম হইতে লিকেজ হইতেছে, তখন পরিদর্শক কর্তৃক লাইসেন্সিকে ২৪ ঘন্টার মধ্যে সেখানে বিদ্যুৎ সরবরাহ করিতে বা বিদ্যুৎ সরবরাহ চালু রাখিতে নোটিশ প্রদান করিবেন এবং পরিদর্শকের নির্দেশ সাপেক্ষে, উপবিধি (১) এর আওতায় যে পরিমাণ ফিস আবেদনকারী পরিদর্শককে প্রদান করিয়াছেন, সে পরিমাণ ফিস লাইসেন্সি আবদনকারীকে প্রদান করিবেন।

৩৩। **গ্রাহককে ভোল্টেজ লেভেল সম্পর্কে ঘোষণা**।- কোন গ্রাহককে বিদ্যুৎ সরবরাহের পূর্বে লাইসেন্সি যে ভোল্টেজ লেভেলে বিদ্যুৎ সরবরাহ করিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ সে ভোল্টেজ সম্পর্কে অবগত করিবেন এবং বাংলাদেশ এনার্জি রেগুলেটরী কমিশন কর্তৃক প্রণীত “ইলেক্ট্রিসিটি গ্রিড কোড, ২০১৯” এ উল্লিখিত ভোল্টেজের তারতম্যের বেশি হইতে পারিবে না।

তবে শর্ত থাকে যে, পরীক্ষার প্রয়োজনে বা কাজের জটিলতার কারণে সংশ্লিষ্ট কাজের জন্য যতটুকু সময় প্রয়োজন ততটুকু সময়ের জন্য লাইসেন্সি বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করিতে পারিবেন এবং লাইসেন্সির গ্রাহকগণ যেন ইহার জন্য ক্ষতিগ্রস্ত না হন, সেজন্য অন্তত: ২৪ ঘন্টা পূর্বে এতদসংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রদান করিবেন। তবে গ্রাহক কর্তৃক আপত্তি উত্থাপিত হইলে সরকারের পূর্বানুমতি গ্রহণ ব্যতীত সেখানে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করা যাইবে না (জরুরি প্রয়োজন ব্যতীত)।

৩৪। **লাইসেন্সি কর্তৃক বিদ্যুৎ সরবরাহের ফ্রিকোয়েন্সি সম্পর্কে ঘোষণা।-** বিদ্যুৎ সরবরাহের তারিখ হইতে লাইসেন্সি গ্রাহকের নিকট ঘোষণা দিবেন যে, কি ফ্রিকোয়েন্সিতে তিনি বিদ্যুৎ সরবরাহ করিবেন এবং লাইসেন্সি ব্যতিক্রম ব্যতীত উক্ত সরবরাহের ফ্রিকোয়েন্সী "ইলেক্ট্রিসিটি গ্রিড কোড, ২০১৯" এ উল্লিখিত ভোল্টেজের তারতম্যের মধ্যে থাকিতে হইবে।

৩৫। **মিটার সিলকরণ।-** (১) কোন লাইসেন্সি একটি মিটার বা সর্বোচ্চ চাহিদাসূচক যন্ত্রে এক বা একাধিক সিল গ্রাহকের আঙ্গিনায় স্থাপন করিতে পারিবেন। লাইসেন্সি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি এই সিল ভাঙ্গিতে পারিবেন না।

(২) লাইসেন্সি ব্যতীত অন্য কেউ যেন উক্ত সিল ভাঙ্গিতে না পারেন তজ্জন্য গ্রাহক সম্ভাব্য সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৩৬। **মিটারে ক্রুটির সীমা।-** আইনের ১৭ ধারার ও বিধি ২৫ এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে গ্রাহকের আঙ্গিনায় স্থাপিত মিটারে ত্রুটির যে সীমা গ্রহণযোগ্য হইবে তাহা নিম্নরূপ-

(ক) বাংলাদেশ স্ট্যান্ডার্ড অ্যান্ড টেস্টিং ইন্সটিটিউট (বিএসটিআই) কর্তৃক নির্ধারিত ক্রটিসীমার মধ্যে হইলে;
(খ) বিএসটিআই কর্তৃক মিটারের ক্রটিসীমা নির্ধারিত না থাকিলে ঐরূপ সরাসরি সংযোজিত মিটারের ক্ষেত্রে ত্রুটির সীমা শ্রেণী ১.০ হইবে এবং ইন্সট্রুমেন্ট দ্বারা সংযোজিত মিটারের ক্ষেত্রে ক্রটির সীমা শ্রেণী ০.২ হইবে এবং
(গ) লোড বিহীন অবস্থায় মিটারে কোন রিডিং লিপিবদ্ধ হইবে না।

৩৭। **মিটার বা সর্বোচ্চ চাহিদা সূচক যন্ত্রের শর্তাবলী।**– আইনের ১৭ ধারার বিধান সাপেক্ষে মিটার বা সর্বোচ্চ চাহিদাসূচক যন্ত্র বা অন্য যন্ত্রপাতি একজন গ্রাহকের আঙ্গিনায় যে শর্তাধীনে স্থাপন করা হইয়াছে তাহা নিম্নরূপ হইবে-

(ক) সর্বোচ্চ চাহিদা নিরুপণে ডিমান্ড মিটারের পূর্ণ লোডের অতিরিক্ত এক**–**পঞ্চমাংশ লোডসহ সকল লোডের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সঠিকতায় ২.৫% কম বেশী রিডিং প্রদান করিতে পারিবে না;

(খ) কোন লোড না থাকিলে বা ন্যূনতম চার্জের কম ডিমান্ড লোডের ক্ষেত্রে অনুমোদিত লোডের উপর ৭০% ডিমান্ড লোড ধরা হইবে এবং

(গ) অনুমোদিত লোডের চেয়ে বেশি লোড ব্যবহার করা হইলে বাড়তি লোডের জন্য দ্বিগুণ হারে ডিমান্ড চার্জের বিল পরিশোধ করিতে হইবে। কোন অবস্থাতেই বিল পরিশোধের সময়সীমা ৩ (তিন) মাসের বেশী হইবে না।

৩৮। **আবাসিক, বাণিজ্যিক ও শিল্প গ্রাহক ইত্যাদিতে বিদ্যুৎ সংযোগের পূর্বে পরীক্ষা-নীরিক্ষা নিশ্চিতকরণ।-** (১) বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার পূর্বে প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক তাহার এখতিয়ারভুক্ত এইচটি গ্রাহকের সংযোগস্থল যথাযথভাবে পরীক্ষাপূর্বক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে লিখিত অনুমতি প্রদান করিবেন এবং উক্ত ফলাফল লিপিবদ্ধ করিয়া গ্রাহকের নথিতে সংরক্ষণ করিবেন।

(২) বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার পূর্বে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি কর্তৃক সকল সংযোগের ক্ষেত্রে যথাযথভাবে তারের ইন্সুলেশন টেষ্ট, কন্টিনিউটি টেষ্ট, লিকেজ কারেন্ট টেষ্ট, গ্রাউন্ডিং, মেইন সুইচ ও ওয়্যারিং তারের ক্ষমতা ইত্যাদি পরীক্ষাপূর্বক ফলাফল লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং উহা উক্ত গ্রাহকের নথিতে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(৩) এইচটি গ্রাহকের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ বিতরণ সংস্থা/কোম্পানি কর্তৃক বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার পূর্বে গ্রাহক কর্তৃক স্থাপিত উপকেন্দ্রের ক্ষমতা, এলটি ও এইচটি গিয়ারের ক্ষমতা, পিএফআই যন্ত্র, ওয়্যারিং, গ্রাউন্ডিং (প্রযোজ্যক্ষেত্রে বোরিং বা মেশ গ্রাউন্ডিং), সার্কিট ব্রেকারের ট্রিপিং কারেন্ট ও ট্রিপিং টাইম ইত্যাদি পরীক্ষাপূর্বক লিপিবদ্ধ করিতে হইবে এবং উহা উক্ত গ্রাহকের নথিতে সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৩৯। **গ্রাহকের আঙ্গিনায় কাজ করার ক্ষেত্রে লাইসেন্সির দায়িত্বাবলী।-** লাইসেন্সির মালিকানাধীন বা নিয়ন্ত্রণাধীন বৈদ্যুতিক সরবরাহ লাইন ও যন্ত্রপাতি বৈদ্যুতিক বা যান্ত্রিক নিরাপত্তার স্বার্থে গ্রাহকের আঙ্গিনায় যথাযথ সতর্কতা অবলম্বন করিয়া বিপদমুক্ত অবস্থায় স্থাপন ও সংরক্ষণের বিষয়টি লাইসেন্সি গ্রাহককে নিশ্চিত করিবেন।

৪০। **গ্রাহকের আঙ্গিনায় সার্ভিস লাইন**।– (১) লাইসেন্সি কর্তৃক যেকোন গ্রাহকের আঙ্গিনায় স্থাপিত সার্ভিস লাইনসমূহ মাটির নীচে বা মই বা অন্যকোন বিশেষ যন্ত্র ব্যতীত সর্বসাধারণের নাগালের বাহিরে মাটির উপর স্থাপন করিতে হইবে এবং তাহা এমনভাবে বিদ্যুৎ অপরিবাহী ও প্রতিরোধী করিতে হইবে যেন সাধারণ অবস্থায় বৈদ্যুতিক, যান্ত্রিক, রাসায়নিক বা অন্য কোন প্রকার আঘাত বা আর্দ্রতা ইত্যাদি থেকে নিরাপদ থাকে।

(২) সাধারণভাবে একই আবাসিক ভবন, বাণিজ্যিক ভবন, শিল্প কারখানায় বা আঙ্গিনায় একজন গ্রাহককে একটির বেশি উচ্চচাপ বিদ্যুৎ সংযোগ বা সার্ভিস ড্রপ দেওয়া যাইবে না। সরকারের অনুমোদনক্রমে বিশেষ ক্ষেত্রে একাধিক উচ্চচাপ সার্ভিস ড্রপ বা সংযোগ প্রদান করা যাইতে পারে।

৪১। **গ্রাহকের আঙ্গিনায় কাট-আউট**।– লাইসেন্সি কর্তৃক প্রত্যেক সার্ভিস লাইনের প্রতিটি পরিবাহীর সুবিধাজনক স্থানে [কোন সিস্টেমের ভূ-সংযুক্ত (earthing) নিরপেক্ষ পরিবাহী বা সমকেন্দ্রীক ক্যাবলের ভূ-সংযুক্ত বহিস্থ পরিবাহী ব্যতীত] গ্রাহকের আঙ্গিনার মধ্যে, নাগালের মধ্যে ও এন্ট্রি পয়েন্টের যতদূর সম্ভব কাছাকাছি স্থানে একটি কাট-আউট স্থাপন করিতে হইবে।

তবে শর্ত থাকে যে, একটি সার্ভিস লাইন হইতে একাধিক গ্রাহককে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হইলে, সংশ্লিষ্ট কোন গ্রাহককে প্রয়োজনানুসারে আলাদা কাট-আউট সাধারণ সার্ভিসের সংযোগস্থলে প্রদান করা যাইতে পারে।

৪২। **খোলা পরিবাহীর অভিগম্যতা**।- কোন দালানে খোলা পরিবাহী ব্যবহারের ক্ষেত্রে উক্ত পরিবাহীর মালিক কর্তৃক নিশ্চয়তা প্রদান করিতে হইবে যে, তাহা মই বা অন্য যন্ত্র ব্যতীত অভিগম্য নহে এবং উক্ত পরিবাহীকে নিষ্ক্রিয় করিবার জন্য প্রয়োজনবোধে সুইচ সরবরাহ করিতে হইবে।

৪৩। **যন্ত্রপাতি পরিচালনা**।- কোন পরিবাহী বা যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিবার পূর্বে, ঐ পরিবাহী বা যন্ত্রে বিদ্যুৎ প্রবাহ না দেওয়ার জন্য অথবা সংশ্লিষ্ট কারণে বিপদগ্রস্ত হইতে পারে এমন সন্নিহিত পরিবাহী বা যন্ত্রকে বিপদমুক্ত করিবার জন্য এবং কেউ কাজ করিবার সময় যেন এগুলি অসাধাবনতাবশতঃ বৈদ্যুতিক চার্জযুক্ত না হইতে পারে তজ্জন্য ভূ-সংযুক্ত করিয়া বা অন্য কোন সুবিধাজনক পদ্ধতি ব্যবহার করিয়া যথাযথ সর্তকতা অবলম্বন করিতে হইবে।

৪৪। **যন্ত্রপাতি মেরামত**।- কোন যন্ত্র বা যন্ত্রাংশ চালু থাকাকালীন এবং অনুমোদিত (অভিজ্ঞ ও পারদর্শী) ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি দ্বারা মেরামত করা যাইবে না।

৪৫। **যানবাহন ইত্যাদিতে বিদ্যুৎ সরবরাহ**।- কোন যানবাহন, ট্রেন, মেট্রোরেল, চলমান ক্রেইন বা অনুরূপ যন্ত্রে বিদ্যুৎ সরবরাহ গ্রহণের সময় সংশ্লিষ্ট সংযোগ গ্রাহণকারী নিশ্চিত করিবেন যে, উক্তরূপ যন্ত্রপাতি বা তৎসংশ্লিষ্ট সিস্টেমের বৈদ্যুতিক নিরাপত্তামূলক সরঞ্জামাদি যথাযথভাবে স্থাপন করা হইয়াছে এবং উক্তরূপ যন্ত্রপাতির চলাচলের পথ (metal rails) নিরবচ্ছিন্ন ও যথোপযুক্তভাবে ভূ-সংযুক্ত (earthing) করা হইয়াছে।

৪৬। **সহজে বহনযোগ্য মটরের জন্য তার**।- (১) বিশেষভাবে নমনীয়, যথাযথভাবে বিদ্যুৎ নিরোধক ও যান্ত্রিক আঘাত হইতে প্রতিরোধী বা মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত বহনযোগ্য মটরের ক্ষেত্রে তাহা ব্যবহার করা যাইবে না।
(২) যখন প্রতিরোধ ধাতব পদার্থ দ্বারা আবৃত হইবে, তখন মোটর ও ভূমির সাথে কভারটির ধাতব সংযোগ থাকিতে হইবে।

৪৭। **বৈদ্যুতিক শকাক্রান্ত ব্যক্তির উদ্ধারের নির্দেশাবলী**।-(১) প্রত্যেক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে, উপ-কেন্দ্রে, বিদ্যুৎ লাইনে কারখানা আইন, ১৯৩৪ (১৯৩৪ সনের ২৫ নং আইন) এর ২(ঝ) ধারার বিধান অনুযায়ী যেইখানে বিদ্যুৎ ব্যবহৃত হয় সেইখানে এবং পরিদর্শক দ্বারা মালিককে নোটিশ প্রদান করা যায় এমন আঙ্গিনায় সংশ্লিষ্ট মালিক কর্তৃক দর্শনীয় স্থানে ইংরেজী ও বাংলা ভাষায় বৈদ্যুতিক শকে আক্রান্ত ব্যক্তির পুনরুদ্ধার বিষয়ে নির্দেশিকা টাঙ্গাইয়া রাখিতে হইবে।
(২) উক্ত নির্দেশিকার অনুলিপি সরকার কর্তৃক নির্ধারিত মূল্যে প্রত্যেক পরিদর্শক চাহিদা মোতাবেক সরবরাহের ব্যবস্থা নিবেন।

৪৮। **কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস নির্গমনের নির্দেশাবলী**।- প্রত্যেক উৎপাদন কেন্দ্র ও উপ-কেন্দ্রের কারখানার মালিক এই মর্মে নিশ্চয়তা প্রদান করিবেন যে, তাহার দ্বারা নিয়োগ লাভকারী সকল দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বিধি ৪৭ এ বর্ণিত নির্দেশ সম্পর্কে অবগত আছেন ও তাহা পালন করিতে সক্ষম।

৪৯। **বিদ্যুৎ সরবরাহে গ্রাহক, মালিক, বৈদ্যুতিক ঠিকাদার, বৈদ্যুতিক কর্মচারী, লাইসেন্সি ও অন্যান্য কর্তৃক গৃহীত সতর্কতা**।-
(১) বাতি, পাখা, ফিউজ, সুইচ পুনসংযোগের কাজ ব্যতীত সকল সংযোগ, পরিবর্তন, মেরামত ও বর্তমান স্থাপনার কোন কাজ এবং অন্যান্য স্থাপনার কাজের অংশবিশেষ কোনভাবেই লাইসেন্সপ্রাপ্ত ঠিকাদার, লাইসেন্সি ও সরকার কর্তৃক প্রদত্ত যোগ্যতাসনদ প্রাপ্ত ব্যক্তির সরাসরি তদারকি ব্যতীত সম্পন্ন করা যাইবে না।

তবে শর্ত থাকে যে, সরকার গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে অনুরূপ যেকোন ধরনের সাধারণ কাজের ক্ষেত্রে বা কোন নির্ধারিত শ্রেণির গ্রাহক বা মালিকের পক্ষে কাজের ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক লাইসেন্স প্রদত্ত বৈদ্যুতিক ঠিকাদারের জন্য উপর্যুক্ত শর্ত শিথিল করিতে পারিবে।

(২) উপবিধি (১) এর বিধান বহির্ভূত উপায়ে সম্পন্নকৃত কোন বৈদ্যুতিক স্থাপনার কাজকে লাইসেন্সির বা অন্যান্য বিদ্যুৎ সরবাহকারীর কাজ হিসেবে গণ্য করা যাইবে না।

(৩) সমগ্র বাংলাদেশের যে কোন বৈদ্যুতিক স্থাপনার কাজ বিদ্যুৎ লাইসেন্সিং বোর্ড কর্তৃক সার্টিফাইড ইলেকট্রিশিয়ান, প্রকৌশলী ও ঠিকাদারী লাইসেন্সধারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সম্পন্ন করিতে হইবে।

৫০। **যন্ত্রপাতি তৈরী, অপরিবাহী ও মাটিতে গ্রোথিতকরণ**।- (১) সকল বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন ও যন্ত্রপাতি ক্ষমতায় ও আকারে যান্ত্রিকভাবে শক্তিশালী হইতে হইবে এবং যতদূর সম্ভব ব্যবহার উপযোগী করিয়া তৈরী, স্থাপন ও রক্ষণাবেক্ষন করিতে হইবে যাহাতে বিপদ প্রতিরোধ করা যায়।
(২) সকল নিরোধক (insulating) দ্রব্যাদি উহার প্রস্তাবিত ব্যবহারের সাথে সামঞ্জস্য রাখিয়া নির্বাচন করিতে হইবে। ইহার যথাযোগ্য তাপমাত্রা ও আর্দ্রতা বিরোধী কার্যক্ষমতা নিশ্চিত করিতে হইবে।

(৩) ইহার সক্রিয় অংশ এমনভাবে উন্মুক্ত থাকিবে না, যাহাতে কোন ব্যক্তির দ্বারা স্পর্শ করা সহজ হয়।

(৪) নিম্নোক্ত ক্ষেত্র ব্যতীত সিষ্টেমের কোন অংশ ভূমি হইতে যথাযথ নিরোধক অবস্থায় রাখিতে হইবে-
(i) বহুফেজ (Polyphase) সিষ্টেমস্থ নিরপেক্ষ পয়েন্টের শুধু একটি পয়েন্ট ভূ-সংযুক্ত রাখা যাইবে এবং
(ii) সমকেন্দ্রিক সিষ্টেম ব্যতীত অন্যান্য সিস্টেমের মধ্য-ভোল্টেজ পয়েন্ট ভূ-সংযুক্ত রাখা যাইবে।

(৫) সকল গ্রাহকের বাড়ীতে বা বাড়ীর গুরুত্বপূর্ণ স্থানে বা বিদ্যুৎ সরবরাহ স্থানের নিকটস্থলে সহজে মুছা যাইবে না এমন কঠিন আবরণে ইংরেজী ও বাংলায় এতদসম্পর্কিত তালিকা লাইসেন্সি কর্তৃক ঝুলাইয়া রাখিতে ও সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(৬) নিরাপত্তা নিশ্চিতকল্পে অনুরূপ স্থাপনার কাজ (Installations) পর্যায়ক্রমে পরিদর্শন ও অনূর্ধ ২ (দুই) বছর ব্যবধানে পরীক্ষাপূর্বক নির্ধারিত ফরম প্রতিবেদন প্রস্তুত করিয়া পরিদর্শক কর্তৃক অনুমোদন ও সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(৭) একটি সাধারণ সার্ভিস-লাইন হইতে একই আঙ্গিনায় একাধিক গ্রাহককে বিদ্যুৎ সরবরাহ দেয়া হইলে, উপবিধি (৫) এর আওতাধীন নোটিশ প্রত্যেক গ্রাহকের কাট-আউট বোর্ডে সংযুক্ত করিয়া দিতে হইবে।

(৮) উপবিধি (৫) ও (৭) –এ উল্লিখিত নোটিশের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যয় সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারে আদায় করা যাইবে।

(৯) লাইসেন্সি ব্যতীত অন্য কাহারো দ্বারা বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হইলেও উপবিধি (৫) মোতাবেক প্রত্যেক গ্রাহকের আঙ্গিনায় সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সি কর্তৃক অনুরূপ নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।

৫১। **চার্জজনিত দুর্ঘটনা**।- কোন সার্কিট ও যন্ত্রাদির মালিক এমনভাবে এগুলিকে (সার্কিট ও যন্ত্রাদি) বিন্যস্ত করিবেন, যাহাতে ইহার কোন অংশে কাঙ্ক্ষিত ও নির্ধারিত চাপে বা যে কোন চাপে চার্জজনিত কোন দুর্ঘটনা ঘটিতে না পারে।

৫২। **ভূ-সংযুক্ত পরিবাহী ও ভূ-সংযুক্ত নিরপেক্ষ পরিবাহীর পরিচিতি এবং সুইচ ও কাট-আউট-এর অবস্থান**।- দুই তার বিশিষ্ট ভূ-সংযুক্ত পরিবাহীসহ যেকোন পরিবাহীর ক্ষেত্রে বা বহু তার বিশিষ্ট নিরপেক্ষ পরিবাহীর ক্ষেত্রে বা সংযোগ দিতে হইবে এমন পরিবাহীর ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত ব্যবস্থাসমূহ নিশ্চিত ও প্রতিপালন না করিয়া বিদ্যুতের সরবরাহ প্রদান করা যাইবে না, যেমন-
(১) ভূ-সংযুক্ত বা ভূ-সংযুক্ত নিরপেক্ষ পরিবাহী বা সংযোগ দিতে হইবে এমন পরিবাহীর মালিক কর্তৃক প্রদত্ত স্থায়ী নির্দেশনা (indication) প্রদান করিতে হইবে, যাহাতে পরিবাহীটি অন্য কোন সক্রিয় পরিবাহী হইতে পার্থক্য নির্দেশ করে, এই নির্শেনায় যে সমস্ত বিষয় থাকিবে তাহা হইল-

(ক) ভূ-সংযুক্ত (earthing) পরিবাহী বা ভূ-সংযুক্ত নিরপেক্ষ পরিবাহী বিদ্যুৎ সরবরাহ স্থানে বা ইহার নিকটস্থ পয়েন্টের কাছাকাছি স্থানে কোন লাইসেন্সির স্বত্বাধীনে থাকিবে;

(খ) যেখানে একটি পরিবাহী একজন গ্রাহকের সিষ্টেমের অংশবিশেষ, সেখানে উহা একজন লাইসেন্সির ভূ-সংযোগ বা ভূ-সংযুক্ত নিরপেক্ষ পরিবাহীর যে বিন্দুতে সংযোগ প্রদেয় সে বিন্দুতেই সংযোগ দিতে হইবে, এবং

(গ) অন্যান্য সকল ক্ষেত্রে কোন সরবরাহস্থলের সাথে সঙ্গাতিপুর্ণ পয়েন্টে বা পরিদর্শক কর্তৃক অনুমোদিত পয়েন্টে তাহা হইতে হইবে।

(২) ভূ-সংযোগ বা সক্রিয় পরিবাহীর সাথে যুগপৎভাবে কার্যকর সুইচের সংযোগ ব্যতীত অন্যান্য কাট-আউট, সংযোগ বা সুইচ দুই তার বিশিষ্ট ভূ-সংযুক্ত পরিবাহীর ভিতর বা বহু তার বিশিষ্ট সিষ্টেমের ভূ-সংযুক্ত নিরপেক্ষ পরিবাহীর ভিতর বা সংযোগ দিতে হইবে এমন পরিবাহীর ভিতর নিম্নলিখিত ব্যতিক্রমী ক্ষেত্র ছাড়া প্রবেশ করানো যাইবে না-

(ক) পরীক্ষার নিমিত্তে কোন সংযোগ বা

(খ) যে কোন জেনারেটর বা ট্রান্সফরমার নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ব্যবহৃত সুইচ, এবং

(গ) ভূ-সংযোগ বা ভূ-সংযোগ নিরপেক্ষ পরিবাহীর সাথে সংযোগ রক্ষার জন্য বা উৎপাদন কেন্দ্র বা উপকেন্দ্রে পরীক্ষা বা জরুরি প্রয়োজনে ভূমির সংযোগের ক্ষেত্রে।

৫৩। **বৈদ্যুতিক সরবরাহ লাইনে ধাতব পদার্থ অতিক্রম করা**।-(১) যখন কোন বৈদ্যুতিক সরবরাহ লাইন ধাতব পদার্থ অতিক্রম করে বা ধাতব পদার্থের নিকটবর্তী হয় তখন সরবরাহ লাইসেন্সি কর্তৃক ধাতব পদার্থটি চার্জ না হইবার জন্য পরিদর্শক কর্তৃক অনুমোদিত সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) যেক্ষেত্রে অনুরূপ ধাতব পদার্থ দ্বারা বৈদ্যুতিক সরবরাহ লাইন নির্ধারিত সীমার বাহিরে নুইয়ে পড়ে বা sag হয়, সেক্ষেত্রে ঐরূপ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যয় বৈদ্যুতিক সরবরাহ লাইনের মালিককে (লাইসেন্সিকে) ঐ ধাতব পদার্থের বিতরণ লাইসেন্সি কর্তৃক প্রদান করিতে হইবে।

৫৪। **কাট-আউট, সার্কিট ব্রেকার ইত্যাদি বা অন্যবিধ প্রতিরোধ ব্যবস্থা।-** যে কোন বিদ্যুৎ গ্রাহক (কোন সিস্টেমের ভূ-সংযুক্ত নিরপেক্ষ পরিবাহী বা সমকেন্দ্রিক ক্যাবলের বহিস্থ পরিবাহী ব্যতীত) সুবিধাজনক স্থানে কাট-আউট, সার্কিট ব্রেকার ইত্যাদি বা অন্যবিধ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন। কাট-আউট, সার্কিট ব্রেকার ইত্যাদি প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা অগ্নি নির্বাপন ব্যবস্থার আওতাধীন থাকিবে।

৫৫। **ধাতব বাক্স।-** বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন বা যন্ত্র ধারণকারী ও নিরাপত্তা দানকারী সকল ধাতব বাক্স বা ধাতব আবরণে গ্রাহক কর্তৃক ভূ-সংযোগ প্রদান করিতে হইবে। উত্তম যান্ত্রিক ও বৈদ্যুতিক সংযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে সকল সংযোগ বাক্সের সহিত খোলা জায়গার উপর যথাযথভাবে প্রদান করিতে হইবে।

৫৬। **সংযোগ বাক্স।-** রাস্তায় সকল সংযোগ বাক্স বা পোল, লাইসেন্সি কর্তৃক যাহাতে কোন যন্ত্র রাখা হয়, সেগুলির আচ্ছাদন ও দরজার নিরাপত্তা এমনভাবে নিশ্চিত করিতে হইবে, যেন কেবল একটি বিশেষ যন্ত্রের মাধ্যমেই তাহা খোলা যায়।

৫৭। **বিভিন্ন ভোল্টেজের সার্কিট চিহ্নিতকরণ**।- প্রত্যেক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, উপ-কেন্দ্র, সংযোগ বাক্স বা পিলারে, যেখানে বিভিন্ন ভোল্টেজে কাজ করিতে হয়, সেইখানে এমন কোন বর্তনী (circuit) বা যন্ত্র থাকিলে সেইক্ষেত্রে স্ব-স্ব বর্তনীগুলি এমনভাবে সংরক্ষণ করিতে হইবে যেন সেগুলি একটি হইতে অন্যটি পৃথক ও সতর্কতামূলক দূরত্ব বজায় থাকে।

৫৮। **ভূ-সংযোগ।-** (১) ভূ-সংযোগের সাথে সম্পৃক্ত সাধারণত নিম্ন ভোল্টেজ ও মধ্যম ভোল্টেজের সিস্টেমের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিধানাবলী প্রযোজ্য হইবে, যথা-

(ক) তিন ফেজের চার তার সিস্টেমের নিউট্রাল পরিবাহী এবং দুই ফেজের তিন তার সিস্টেমের মধ্যম পরিবাহীর ক্ষেত্রে জেনারেটিং স্টেশন বা সাব-স্টেশনে স্বতন্ত্র সিস্টেমের শুধু একটি পয়েন্টে ভূ-সংযোগ দিতে হইবে, যাহা কমপক্ষে দুইটি পৃথক স্বতন্ত্র প্রকৃতির পরিবাহী হইবে, এবং যদি স্থাপনাটি বহুবিধ ভূ-সংযোগ বিশিষ্ট হয়, এইক্ষেত্রে বিতরণ সিস্টেম বা সার্ভিস লাইনে বা গ্রাহক আঙ্গিনার যে কোন এক বা একাধিক পয়েন্টেও ভূ-সংযোগ দিতে হইবে;

(খ) বৈদ্যুতিক সরবরাহ লাইনে সমকেন্দ্রিক ক্যাবল সিস্টেমের ক্ষেত্রে অনুরূপ ক্যাবলের বহিঃ পরিবাহীকেও দুইটি পৃথক ও আলাদাভাবে ভূ-সংযোগ দিতে হইবে;

(গ) পরীক্ষা বা ত্রুটি চিহ্নিত করিবার উদ্দেশ্যে সংযোগ সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন রাখিবার জন্য উক্ত ভূ-সংযোগের সাথে একটি লিংক সংযুক্ত করিতে হইবে;

(ঘ) (i) তিন তারের (ডাইরেক্ট কারেন্ট) সিষ্টেমের ক্ষেত্রে জেনারেটিং স্টেশনের মধ্যম পরিবাহীটিকে ভূ-সংযোগ করিতে হইবে এবং মধ্যম পরিবাহী হইতে ভূমিতে প্রবাহমান বিদ্যুৎ সার্বক্ষণিক রেকর্ড করিতে হইবে;

(ii) যখন মধ্যম পারিবাহী সমান্তরালে সংযুক্ত রোধের দ্বারা সার্কিট ব্রেকার দিয়া ভূ-সংযুক্ত থাকে, তখন উক্ত রোধটি ১০ ওহমের বেশী হইতে পারিবে না, এবং সার্কিট ব্রেকারটি খোলা হইলে শীঘ্রই সিস্টেমের অন্তরণ (Insulation) বৃদ্ধির ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে এবং সার্কিট ব্রেকারটি যথাশীঘ্র পুন:সংযোগ করিতে হইবে;

(iii) ডাইরেক্ট কারেন্ট সিস্টেমের ভূ-সংযোগের ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ ও সর্তকতামূলক যন্ত্র ব্যবস্থার নিরাপত্তা হিসাবে রোধ ব্যবহার করা যাইবে এবং উক্ত ক্রুটিযুক্ত ভূ-সংযোগটি অবিলম্বে নির্ণয় ও অপসারণ করিতে হইবে;

(ঙ) এসি সিস্টেমের ক্ষেত্রে, সুইচ-গীয়ার বা যন্ত্রাদি, কাট-আউট বা সার্কিট ব্রেকার ইত্যাদির সুচারু অপারেশনের প্রয়োজন না হইলে ভূ-সংযোগে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা ব্যবহার করা যাইবে না এবং সংযোগ দিয়া স্বাভাবিকভাবে ভূমিতে লিকেজ কারেন্ট যাইতেছে কিনা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এরূপ কোন পরীক্ষার ফলাফল সরবরাহকারী কর্তৃক লিপিবদ্ধ করিতে হইবে;

(চ) কোন ব্যক্তি তাহার মালিকানা বহির্ভূত পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সাথে লাইসেন্সি বা বিদ্যুৎ পরিদর্শকের সম্মতি ব্যতীত ভূ-সংযোগ দিতে বা তাহা অব্যাহত রাখিতে পারিবেন না এবং

(ছ) উল্লিখিতভাবে ভূ-সংযুক্ত AC বিদ্যুতের সিষ্টেমকে বৈদ্যুতিকভাবে আন্তঃসংযোগ দেওয়া যাইবে;

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ সকল সংযোগ সংশ্লিষ্ট বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনের সাথে ধাতব সিট এবং ধাতব বর্ম (armouring) দিয়া (যদি থাকে) সংযুক্ত রাখিতে হইবে।

(২) সকল জেনারেটর, স্টেশনারি মোটর এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে বহনযোগ্য মোটর এবং পরিবাহী হিসাবে ব্যবহৃত নয় এইরূপ ট্রান্সফর্মারের ধাতব যন্ত্রাংশের কাঠামো এবং বিদ্যুৎ নিয়ন্ত্রণ ও রেগুলেটিং এর জন্য ব্যবহৃত অন্যান্য যন্ত্রাদি এবং মধ্যম পর্যায়ের বিদ্যুতের সাহায্যে চালিত যন্ত্রসমূহ মালিক কর্তৃক দুইটি পৃথক ও স্বতন্ত্র সংযোগের মাধ্যমে ভূ-সংযুক্ত করিতে হইবে, এই সংযোগের একটি বিধি ৫৫ এর বিধানসাপেক্ষে ধাতব কেজিং দ্বারা স্থাপন করিতে হইবে।

(৩) যন্ত্র ও বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনে বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রাক্কালে আর্থিং কার্যকরিতা নিশ্চিত করিবার জন্য সকল সিষ্টেমের আর্থিং রোধ পরীক্ষা করিতে হইবে।

(৪) এতদ্ব্যতীত, সরবরাহকারীর মালিকানাধীন সকল আর্থিং সিস্টেমের রোধ শুষ্ক মৌসুমের অনার্দ্র দিনে কমপক্ষে ২ (দুই) বৎসরে একবার পরীক্ষা করিতে হইবে।

(৫) সকল পরীক্ষার ফলাফলের রেকর্ড পরবর্তী অন্যূন ২ (দুই) বৎসরের জন্য সরবরাহকারী কর্তৃক সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং উহা প্রয়োজনে পরিদর্শকের জন্য উন্মুক্ত রাখিতে হইবে।

(৬) ভূ-রোধ স্বাভাবিকভাবে ১ (এক) ওহমের উপরে হইতে পারিবে না এবং স্থাপনার আর্থিং এমন হইতে হইবে, যেন একটি ফেজে অবহেলাবশতঃ ত্রুটি সৃষ্টি হইলে বা সন্নিহিত অনাবৃত নন-আর্থেড পরিবাহী দ্বারা সন্নিকটে আসিলে ফিউজের নির্ধারিত হারের তিনগুণ শক্তি বৃদ্ধি পাইতে পারে, যাহাতে ওভারলোড সার্কিট ব্রেকারের সুস্থিতির দেড়গুণ বেশী হইলে ক্রটিপুর্ণ বর্তনী নিষ্ক্রিয় হইয়া যায়; এবং চাহিদা পুরণে অক্ষম এমন সকল ক্ষেত্রে আর্থ লিকেজ সার্কিট ব্রেকার স্থাপন করিতে হইবে।

৫৯। **মধ্যম, উচ্চ ও অতিউচ্চ চাপে সরবরাহের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সাধারণ সতর্কতা**–(১) মধ্যম বা উচ্চ চাপের সরবরাহ কনভার্ট বা ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত বিষয়াবলীর প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে, যেমন-

(ক) যন্ত্রের সকল সচল অংশ যথাসম্ভব দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাগালের মধ্যে রাখিয়া যান্ত্রিকভাবে শক্ত ধাতব কেজিং বা ধাতব আচ্ছাদন দ্বারা আবৃত করিয়া মজবুতভাবে রাখিতে হইবে;

(খ) গ্রাহকের আঙ্গিনায় বিদ্যুতের উৎসের কাছাকাছি প্রত্যেক পরিবাহীতে বিদ্যুৎ সরবরাহ ও তাহা বন্ধ করিবার জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতাসহ সংযুক্ত সুইচের সংযোগ থাকিতে হইবে;

(গ) প্রত্যেকটি পরিবাহী দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তির দ্বারা কার্যকর অবস্থায় তাহার নাগালের মধ্যে রাখিয়া, যথাসম্ভব বাস্তবসম্মত উপায়ে শক্ত ধাতব কেজিং দ্বারা পুরাপুরি যান্ত্রিকভাবে আবদ্ধ রাখিতে হইবে বা পরিদর্শকের অনুমোদনক্রমে ধাতব আচ্ছাদন দ্বারা পুরাপুরি ও নিরাপদভাবে বাঁধিয়া রাখিতে হইবে;

(ঘ) প্রত্যেক যন্ত্রকে বিদ্যুৎ সরবরাহের প্রয়োজনীয় ক্ষমতা সম্পন্ন সুইচ দ্বারা দক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করিতে হইবে, যাহাতে প্রত্যেক পরিবাহীতে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা যায় ও তাহা বন্ধ করা যায়, এবং যন্ত্রসমূহ অপারেটরের কাছাকাছি এমনভাবে রাখিতে হইবে যেন সকল ভোল্টেজে সংশ্লিষ্ট যন্ত্রের সহিত সংযুক্ত অন্যান্য ডিভাইস হইতে সহজে বিচ্ছিন্ন করা যায়;

তবে শর্ত থাকে যে, রিমোট সুইচগিয়ার দ্বারা নিয়ন্ত্রণ হইতে পারে এমন ট্রান্সফরমার, মোটর ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির ক্ষেত্রে এই দফাটি প্রযোজ্য হইবে না এবং সুইচ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ট্রান্সফরমার, মোটর বা অন্যান্য যন্ত্রপাতিতে মানুষ কাজ করিবে এমন ক্ষেত্রে রিমোট সুইচকে বন্ধ করিয়া ব্যবহারের ক্ষেত্রে ও বিধি ৬১ যেক্ষেত্রে অকার্যকর সেক্ষেত্রেও এই দফাটি প্রযোজ্য হইবে না;

(ঙ) প্রত্যেক জেনারেটরে, প্রত্যেক মোটর ও ইহার সহিত সংযুক্ত প্রত্যেকটি নিয়ন্ত্রণকারী ও চালনাকারী যন্ত্রে ইংরেজীতে 'Dangerous' ও বাংলায় 'বিপদজ্জনক' লেখা প্লেট স্থায়ীভাবে সম্ভাব্য দর্শনীয় স্থানে আটকাইতে হইবে;
তবে শর্ত থাকে যে, যে সকল জেনারেটর, মোটর ও যন্ত্রে উহা সংযুক্ত করা যাইবেনা, সেখানে এগুলির যথাসম্ভব নিকটবর্তী স্থানে উহা স্থাপন করিতে হইবে এবং

আরো শর্ত থাকে যে, শুধু অনুমোদিত ব্যক্তির প্রবেশ্য বেষ্টনীর মধ্যে জেনারেটর, মোটর, নিয়ন্ত্রণকারী ও পরিচালনাকরী যন্ত্র থাকিলে অত্র উপবিধির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সেখানে একটি বিজ্ঞপ্তি দেয়াই যথেষ্ট হইবে।

(২) কোন লাইসেন্সির প্রস্তাবিত মধ্যম বা উচ্চ ভোল্টেজের বিদ্যুৎ সরবরাহ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রাখিবার পরে প্রথমে পরিদর্শককে এতদ্বিষয়ে নোটিশ দিতে হইবে এবং বিদ্যুৎ পরিদর্শকের সন্তুষ্টি বিধান না হওয়া পর্যন্ত বা উপবিধি (১) এর উদ্দেশ্য পূরণ না হওয়া পর্যন্ত উক্ত সরবরাহ সংযোগ বা পুনসংযোগ দেওয়া যাইবে না।

(৩) যখন মধ্যম বা উচ্চ ভোল্টেজের বিদ্যুৎ সরবরাহ বা ব্যবহার শুরু হয় তখন উপবিধি (১) এর আওতায় পরিবাহী বা যন্ত্রের নিরবচ্ছিন্ন পর্যবেক্ষণের দায় উক্ত পরিবাহী বা যন্ত্রের সংশ্লিষ্ট মালিকের উপর বর্তাইবে।

(৪) যদি, সরবরাহ শুরুর পরবর্তী যেকোন সময়ে কোন লাইসেন্সী উপবিধি (১) এর বিধানাবলী প্রয়োগ হচ্ছেনা মর্মে সতর্ক করেন, তখন তিনি বিষয়টি বিদ্যুৎ পরিদর্শককে অবহিত করিবেন এবং উক্ত কর্মকর্তার নির্দেশক্রমে বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করিবেন।

(৫) **লাইভ কন্ডাক্টর হইতে নিরাপদ দূরত্ব -** হাই ভোল্টেজ লাইভ কন্ডাক্টর উন্মুক্ত আছে এই রুপ উপকেন্দ্রে কাজ করিবার সময় যদি সম্পূর্ণ যন্ত্র নিষ্ক্রিয় করা না হয়, তাহা হইলে যেই অংশে কাজ করা হইবে তাহা রশি বা অন্য কোন কিছুর সাহায্যে আলাদা করিতে হইবে এবং নিষ্ক্রিয় করিতে হইবে। এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে যেন নিম্নের ছক অনুযায়ী ন্যূনতম দূরত্ব বজায় থাকে:

দুই ফেজের মধ্যে ভোল্টেজ (Nominal)	লাইভ উন্মুক্ত (unscreened) কন্ডাক্টর হইতে ন্যূনতম নিরাপদ দূরত্ব [BS 7354 'Safety Working Clearance']	
	মিটার	ফুট
১১ কেভি	২.৬০	৮.৫
৩৩ কেভি	২.৮০	৯
১৩২ কেভি	৩.৮০	১২.৫
২৩০ কেভি	৪.৬০	১৫
৪০০ কেভি	৬.৪০	২১

যদি কাজটি এমন হয় যে, বিপদ পরিহার করিবার জন্য উল্লিখিত দূরত্ব পর্যাপ্ত নহে, তাহা হইলে নিরাপত্তার জন্য অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে।

(৬) ভূমি হইতে উচ্চ পোল বা টাওয়ার লাইনে কর্মরত ব্যক্তিকে পর্যবেক্ষণের জন্য অপর একজন দ্বিতীয় ব্যক্তিকে নিয়োগ করিতে হইবে।

৬০। **মেইন সুইচবোর্ড**।-মধ্যম বা উচ্চ ভোল্টেজের বিদ্যুৎ সরবরাহের সহিত সংযুক্ত প্রত্যেক প্রধান সুইচ বোর্ডের মালিক নিম্নলিখিত শর্তসমূহ প্রতিপালন করিবেন, যেমন-

(ক) সুইচ বোর্ডের সামনে কমপক্ষে ৩ ফুট প্রশস্ত একটি মুক্ত জায়গা রাখিতে হইবে;

(খ) যদি সুইচবোর্ডের পেছনে কোন সংযুক্ত বা খোলা সংযোগ থাকে, তখন প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে উক্ত উন্মুক্ত স্থান ৯ ইঞ্চির কম বা ৩০ ইঞ্চির বেশী হইতে হইবে, যাহা সবচেয়ে দুরবর্তী পরিবাহীর সাথে সংযুক্ত কোন অংশ হইতে পরিমাপ করিতে হইবে এবং

(গ) যদি সুইচবোর্ডের পিছনের জায়গা ৩০ ইঞ্চির বেশী হয়, তখন কমপক্ষে ৬ ফুট উঁচু একটি রাস্তা (passage-way) থাকিতে হইবে যাহা সুইচবোর্ডের নিরাপত্তার জন্য আড়াআড়িভাবে ৪ ফিট ৬ ইঞ্চির বেশী উচ্চতায় স্থাপন করিতে হইবে।

৬১। **মধ্যম, উচ্চ ও অতিউচ্চ ভোল্টেজে বিদ্যুৎ সরবরাহের অনুমোদন** (১) প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের লিখিত অনুমোদন ব্যতীত লাইসেন্সি (কোন বিতরণ লাইসেন্সিকে সরবরাহ করা ব্যতীত) কোন ব্যক্তিকে মধ্যম, উচ্চ ও অতিউচ্চ ভোল্টেজের সরবরাহ প্রদান করিতে পারিবেন না এবং বিদ্যুৎ পরিদর্শকের ধারণামতে ও পরিস্থিতি মোতাবেক যথোপযুক্ত শর্ত (যদি থাকে) ব্যতীত বিদ্যুৎ পরিদর্শক কর্তৃক বা তাহার সহযোগী কর্মকর্তা কর্তৃক পরিদর্শন ব্যতীত কোন গ্রাহক অনুরূপ বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র/স্থাপনা চালু করিতে পারিবেন না। “উক্ত অনুমোদপত্রের মেয়াদ হইবে ২(দুই) বৎসর। অনুমোদিত প্রতিটি বৈদ্যুতিক স্থাপনা প্রতি ২(দুই) বৎসর অন্তর অন্তর পরিদর্শন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর সঠিক পাওয়া গেলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে অনুমোদনপত্রটি নবায়ন করা হইবে।”

(২) একজন গ্রাহক যাহাকে উচ্চ ভোল্টেজে বিদ্যুৎ সরবরাহ করা হয়, তিনি অনুমোদিত ডিজাইন ও স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী একটি আবহাওয়া ও অগ্নি প্রতিরোধক তালাবদ্ধ দেয়ালঘেরা স্থান নির্মাণ করিবেন, যাহাতে লাইসেন্সির উচ্চ ভোল্টেজের টার্মিনাল, যন্ত্রপাতি ও মিটার রাখা হইবে। এই বেষ্টনী বা দেয়ালঘেরা স্থান গ্রাহকের সাব-স্টেশন বা বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্র হইতে পৃথক দালানে হইলে উত্তম হইবে, কিন্তু অনুরূপ ব্যবস্থা না থাকিলে, লাইসেন্সির টার্মিনাল, উচ্চ ভোল্টেজের যন্ত্রপাতিসহ মিটারের যন্ত্রপাতি অগ্নি প্রতিরোধক দেয়াল দ্বারা গ্রাহকের যন্ত্রপাতিসমূহ থেকে আলাদাভাবে রাখিতে হইবে। লাইসেন্সির সব সময় দেয়ালঘেরা স্থানে, তাহার যন্ত্রপাতি পরিদর্শনের জন্য উন্মুক্ত প্রবেশাধিকার থাকিবে;

তবে শর্ত থাকে যে, দেয়ালঘেরা স্থানের নকশা ও অবস্থান নিয়া লাইসেন্সি ও গ্রাহকের মধ্যে মতপার্থক্য থাকিলে বিদ্যুৎ পরিদর্শকের নিকট এতদ্‌বিষয়ে আবেদন করা যাইবে এবং এই বিষয়ে তাহার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে। সরকার প্রয়োজন মনে করিলে এই বিধিমালার অধীন একটি ‘‘সেফটি ম্যানুয়্যাল’’ তৈরি করিতে পারিবে।

(৩) লাইসেন্সি নন এমন গ্রাহক যদি উচ্চ ভোল্টেজে বিদ্যুৎ ব্যবহারের অনুমতি প্রাপ্ত হন, তবে বিদ্যুৎ পরিদর্শকের লিখিত অনুমতি ব্যতীত তিনি অনুরূপ বৈদ্যুতিক স্থাপনা ব্যবহার করিতে পারিবেন না এবং অনুরূপ অনুমতি নিম্নলিখিত শর্তসমূহ পালন হইলে দেয়া যাইবে, যেমন-

(ক) প্রত্যেক তৈলপূর্ণ (oil-filled) সুইচ গিয়ার, ট্রান্সফরমার, (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), অন্যান্য যন্ত্র আলাদা স্থানে উপযুক্ত অগ্নিপ্রতিরোধক দেওয়াল দ্বারা পৃথক করিতে হইবে। ট্রান্সফরমারের তৈল নিষ্কাশন ও শোষণের জন্য পিট স্থাপন করিতে হইবে যেন তৈল উদ্ভূত আগুনের প্রজ্জলন স্থাপনার এক অংশ হইতে অন্য অংশে গমন (propagation) প্রতিরোধ করা যায়;

(খ) ক্যাবলযুক্ত সাবস্টেশনের ভিতরে ক্যাবলগুলি বালি, নুড়ি পাথর বা অনুরূপ অদাহ্য বস্তুদ্বারা পূর্ণ করিতে হইবে অথবা অদাহ্য স্লাবদ্ধারা আবৃত করিতে হইবে এবং

(গ) বিদ্যুৎ পরিদর্শক কর্তৃক নির্দেশিত অন্যান্য শর্তাবলী (যদি থাকে) পূরণ করিতে হইবে।

(৪) উচ্চ ভোল্টেজযুক্ত মোটর বা অন্য যন্ত্রপাতির অবস্থান পরিবর্তন করা হইলে এতদ্‌বিষয়ে বিদ্যুৎ পরিদর্শককে তাৎক্ষণিকভাবে পরিবর্তনের আওতা ও প্রকৃতি জ্ঞাপক নোটিশ প্রদান করিতে হইবে।

(৫) একটি উচ্চ ভোল্টেজযুক্ত স্থাপনার (installation) মালিক (স্থাপনার উপরোক্ত পরিবর্তন বা সংযোজনেচ্ছুক) বিদ্যুৎ সরবরাহে অনুরূপ পরিবর্তন ও সংযোজন বিদ্যুৎ পরিদর্শকের অনুমোদন ব্যতিরেকে সংঘটন করিতে পারিবেন না।

৬২। **উচ্চ ভোল্টেজযুক্ত সার্কিটের ইন্সুলেশন পরীক্ষাকরণ।-** (১) এরিয়াল লাইন ব্যতীত অন্যান্য উচ্চ ভোল্টেজযুক্ত বর্তনী যেমন বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন, মেশিন, ডিভাইস বা যন্ত্রপাতি ১ (এক) মিনিট সময়কাল(short duration) উপবিধি (২) অনুযায়ী ক্রমাগত পরীক্ষামূলক ভোল্টেজ প্রয়োগ পরীক্ষা ব্যতীত ব্যবহার করা যাইবে না এবং মালিক কর্তৃক যথারীতি প্রত্যেকটি পরীক্ষার ফলাফল লিখিতভাবে বিদ্যুৎ পরিদর্শকের নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(২) উপবিধি (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে ভোল্টেজ ও পরীক্ষামূলক ভোল্টেজের মাত্রা

যন্ত্রপাতির সর্বোচ্চ ভোল্টেজ(আর এম এস)	পরীক্ষামূলক ভোল্টেজের মাত্রা
১,০০০	২০০০
১২,০০০	২৮০০০

৩৬,০০০	৭০০০০
১৪৫,০০০	২৫৭০০০
২৪৫,০০০	৪৫০,০০০

তবে শর্ত থাকে যে, একজন বিদ্যুৎ পরিদর্শক যদি উপযুক্ত মনে করেন তবে উক্ত মেশিন, ডিভাইস বা যন্ত্রপাতির নির্মাতার প্রত্যায়িত পরীক্ষাকে এই বিধি অনুযায়ী পরীক্ষার পরিবর্তে গ্রহণ করিতে পারিবেন।

৬৩। **মধ্যম, উচ্চ ও অতিউচ্চ ভোল্টেজের বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন এবং ভূমির উপর স্থাপিত যন্ত্রপাতি।**-(১) যেকোন উচ্চ ভোল্টেজযুক্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনের অংশসমূহ(এরিয়াল লাইন ব্যতীত) সাব-স্টেশন ছাড়া অন্যত্র মাটির উপরে স্থাপিত অন্যান্য সকল উচ্চচাপের যন্ত্রের জন্য বিশেষভাবে এতদুদ্দেশ্যে নির্মিত কম্পার্টমেন্ট যাহাতে শুধুমাত্র অনুমোদিত ব্যক্তিগণের প্রবেশাধিকার রহিয়াছে, এমন স্থাপনার মালিকগণ এই মর্মে নিশ্চিয়তা প্রদান করিবেন যে, মজবুত ও শক্তিশালী ধাতব আচ্ছাদনের নিরাপত্তা যথাযথভাবে নিশ্চিত হইয়াছে।

(২) উপবিধি (১) প্রযোজ্য হয় এমন যেকোন উচ্চচাপযুক্ত যন্ত্রপাতির সহিত সংযুক্ত সকল বর্তনী ও যন্ত্রপাতির মালিক এইগুলিতে "বিপদজ্জনক" শব্দটি বাংলায় ও "Dangerours" শব্দটি ইংরেজীতে লিপিবদ্ধপূর্বক নির্দিষ্ট দূরত্বে একাধিক দৃষ্টিগোচর স্থানে প্রদর্শন করিবেন এবং উচ্চ ভোল্টেজযুক্ত এরিয়ার লাইনেও একই নিয়ম প্রযোজ্য হইবে।

(৩) বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনের রাইট অব ওয়ে (ROW) সীমার মধ্যে কোন প্রকার স্থাপনা নির্মান করা যাইবে না এবং রাইট অব ওয়ে (ROW) সীমার মধ্যে নির্মিত স্থাপনায় লাইসেন্সি কর্তৃক কোন প্রকার বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদান করা হইবে না।

(৪) যে সকল ক্ষেত্রে বিতরণ লাইসেন্সির বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইন উচ্চ ভোল্টেজযুক্ত বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনের রাইট অব ওয়ে (ROW) সীমার মধ্যে আসার সম্ভাবনা থাকিবে, সেই সকল ক্ষেত্রে বিতরণ লাইসেন্সি লাইন নির্মাণের পূর্বে সঞ্চালন লাইসেন্সির মতামত গ্রহণ করিবেন।

(৫) সকল প্রকার ভোল্টেজের বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনের রাইট অব ওয়ে (ROW) সীমার তফসিল-১ দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৬৪। **ধাতব খুঁটির এবং স্ট্রে-ওয়ারের সাথে ভূ-সংযোগ।**-(১) ধাতব খুঁটিতে স্থাপিত প্রত্যেকটি এরিয়াল লাইনের মালিক এই মর্মে নিশ্চিয়তা প্রদান করিবেন যে, খুঁটিসমূহ স্থায়ীভাবে ও মজবুতভাবে ভূ-সংযুক্ত রহিয়াছে। এই উদ্দেশ্যে একটি অবিচ্ছিন্ন আর্থিং তার শক্তভাবে প্রত্যেকটি খুঁটির সাথে বাঁধা থাকিতে হইবে এবং প্রতি কিলোমিটারে ৩টি স্থানে মাটির সাথে সংযুক্ত থাকিবে। এই স্থানগুলি প্রত্যেকটি যতদূর সম্ভব সমদূরত্বে অবস্থিত হইবে।

(২) মাটি হইতে অন্যূন ৩ মিটার উচ্চতায় ইন্সুলেটর স্থাপন না করা পর্যন্ত প্রত্যকটি স্টে-ওয়ার একইভাবে ভূ-সংযুক্ত (earthing) করিতে হইবে।

৬৫। **বজ্রপাত হতে প্রতিরক্ষা।**-প্রত্যেক এরিয়াল লাইনের মালিক লাইন বা লাইনের যেকোন খুঁটি, গার্ড-ওয়্যার বা বেয়ার ওয়্যারকে বা হইার যেকোন অংশকে রক্ষা করিবার জন্য যথাযথ আর্থিং বা ভূ-সংযোগের ব্যবস্থা করিবেন।

৬৬। **নিরাপত্তা পদ্ধতি।**-(১) রাস্তার কোন অংশে বা জনসাধারণের ব্যবহৃত কোন স্থানে বা কোন কারখানা বা খনিতে বা কোন গ্রাহকের আঙ্গিনায় এরিয়াল লাইন স্থাপন করা হইয়াছে ইহার মালিক উহাকে এমন পদ্ধতিতে সুরক্ষিত করিবেন যাহা একজন পরিদর্শক কর্তৃক অনুমোদিত হইবে যাহাতে উক্ত লাইন ছিঁড়িয়া গেলে উহা কোনরূপ ক্ষতির কারন না হয়।

(২) উক্ত এরিয়াল লাইনের মালিককে উপবিধি (১) এ উল্লেখিত পদ্ধতি অনুযায়ী উহার সুরক্ষার ব্যবস্থা নেয়ার জন্য একজন বিদ্যুৎ পরিদর্শক লিখিত নোটিশ প্রদান করিতে পারিবেন।

৬৭। **ট্রান্সফরমার, সুইচগিয়ার ইত্যাদি স্থাপন এবং ইনসুলেশন।**-(১) জন-জীবন ও সম্পদের নিরাপত্তার স্বার্থে গ্রাহক তাহার নিজ খরচে ট্রান্সফরমার, সুইচগিয়ার ও পিএফআই প্ল্যান্টসহ বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্রের জন্য একটি আলাদা কক্ষ বিল্ডিং কোড অনুযায়ী নির্মাণ করিবে ও উক্ত কক্ষ শুষ্ক রাখিবে। "২৫০ কেভিএ পর্যন্ত ট্রান্সফরমার ড্রপ আউট ফিউজ, ২৫০ কেভিএ এর উর্দ্ধে ৫০০

কেভিএ পর্যন্ত ট্রান্সফরমার এইচ.টি. সুইচগিয়ার লোড ব্রেক সুইচ (এলবিএস) এবং ৫০০ কেভিএ এর উর্দ্ধে সকল ট্রান্সফরমার এইচ.টি সুইচগিয়ার (এসিবি/ভিসিবি/ওসিবি/এলওসিবি/এমওসিবি/
এসএফ-৬/জিআইএস) এর মাধ্যমে সুরক্ষিত করিতে হইবে।

(২) আগুনের ঝুঁকি এড়াইবার লক্ষ্যে রক্ষিত যন্ত্রপাতির স্থানে, কম্পার্টমেন্টে বা যন্ত্রপাতির বাক্স বা কোন ফিটিংসের নিকট দাহ্য পদার্থ রাখা যাইবে না।

(৩) পারস্পারিক অবস্থার প্রেক্ষিতে যথাসম্ভব উপায়ে কাজের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ স্থান ও অবাধ প্রবেশের পথ ও কার্যপরিচালনার জন্য যথেষ্ট যন্ত্রাদি সরবরাহ নিশ্চিত করিতে হইবে এবং কাজের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত সকল যন্ত্রাদি সুবিধাজনক স্থানে রাখিতে হইবে।

(৪) যন্ত্রপাতির ত্রুটিজনিত কারণে অগ্নিকান্ড প্রতিরোধে ট্রান্সফরমার, সুইচগিয়ার ও পিএফআই প্ল্যান্টসহ বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্রসমূহে নিয়মিত বিরতিতে তফসিল-২ এ বর্ণিত পদ্ধতিতে (যাহা যেভাবে প্রযোজ্য) নিবিড়ভাবে পরীক্ষা করিতে হইবে।

৬৮। **আর্থিং মেটাল ইত্যাদি।-** (১) জেনারেটর, সুইচ গিয়ার, ট্রান্সফরমার ও মোটর (বহনযোগ্য মোটরসহ) সমূহের কাঠামো/বেইজ-প্লেটসমূহ, জয়েন্ট বক্স, ফিউজ কভার, বাতিসমূহের ধারক ইত্যাদির ধাতব আচ্ছাদনসমূহ কার্যকরভাবে আর্থিং সিষ্টেমের সাথে সংযুক্ত অথবা অগ্নি প্রতিরোধক দ্রব্য নির্মিত ইন্সুলেশন আবরণ দ্বারা সংরক্ষণ করিতে হইবে এবং বিদ্যুৎ পরিদর্শক কর্তৃক অনুমোদিত ষ্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী আর্থিং করিতে হইবে।

(২) ধাতব আচ্ছাদনযুক্ত ক্যাবলসমূহ ও ইহার ধাতব আচ্ছাদনকে বিধি মোতাবেক আর্থিং সিষ্টেমে সংযোগ করিতে হইবে।

(৩) একটি আর্থিং সিষ্টেমের সকল পরিবাহী তার ও জয়েন্টসমূহের পারিবাহী ক্ষমতা কমপক্ষে মূল আর্থিং তারের পরিবাহী ক্ষমতার ৫০% হইতে হইবে। তবে, শর্ত থাকে যে, আর্থিং সিস্টেমের কোন তারের পরিবাহীর প্রস্থচ্ছেদ (cross section) ০.১৫ বর্গ সেন্টিমিটারের কম হইবে না।

(৪) আর্থ পরিবাহীসমূহের সকল সংযোগে ও ক্যাবলসমূহের ধাতব আচ্ছাদনের সকল সংযোগে ভালোভাবে ঝালাই করিতে হইবে অথবা কার্যক্ষমভাবে নির্মাণ করিতে হইবে।

(৫) কোন আর্থ-পরিবাহীতে কোন সুইচ, ফিউজ অথবা সার্কিট ব্রেকার স্থাপন করা যাইবে না।

(৬) নিম্ন ভোল্টেজে ডাইরেক্ট কারেন্ট (DC) বা ১২৫ ভোল্টের এসি (AC) কারেন্টের ক্ষেত্রে এই বিধি প্রযোজ্য হইবে না (বহনযোগ্য যন্ত্র ব্যতীত)।

৬৯। **সুইচ গিয়ার এবং টার্মিনালসমূহ।**-সূইচ গিয়ার ও সকল টার্মিনাল, ক্যাবলের শেষাংশ, ক্যাবলের সংযোগ এবং যন্ত্রপাতির সংযোগ সম্পূর্ণভাবে দেয়াল ঘেরা হইতে হইবে এবং এমনভাবে নির্মাণ ও স্থাপন করিতে হইবে যেন তাহা নিম্নলিখিত শর্তসমূহ পালন করে:

(ক) সকল অংশ যান্ত্রিকভাবে যথেষ্ট শক্তিশালী করিতে হইবে যাহাতে অযাচিত প্রয়োগ (rough usage) প্রতিরোধ করা যায়;

(খ) সকল পরিবাহী ও সংযোগ স্থল পর্যাপ্ত বিদ্যুৎ পরিবহনের ক্ষমতার অধিকারী হইতে হইবে এবং পরিবাহীর সকল সংযাগ যথাযথভাবে ঝালাই অথবা অন্য কোন নির্ধারিত পদ্ধতিতে সংযুক্ত করিতে হইবে;

(গ) কোন কিছু স্থাপনের ফলে যদি কোন সুইচ গিয়ারের কাজে প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে বা ইন্সুলেশন ক্ষমতার প্রভাব ধ্বংস করিয়া থাকে, তবে তাহা যথাযথভাবে বন্ধ করিতে হইবে;

(ঘ) সকল চলমান অংশ এমনভাবে নিরাপদ করিতে হইবে বা ঘেরাও দিতে হইবে যাহাতে কোন লোক দুর্ঘটনাবশত এইগুলির সংস্পর্শে আসিলে বাতির বিচ্ছুরণ, সর্ট-সার্কিট, আগুন, পানি, গ্যাস ও তৈল হইতে বিপদ এড়ানো সম্ভব হয়;

(ঙ) গ্যাস, কয়লার গুড়া, তৈল বা অন্যান্য দাহ্য বস্তুতে অগ্নিকান্ডের আশংকাযুক্ত স্থানে যন্ত্রের সকল অংশ এমনভাবে সুরক্ষা করিতে হইবে যাহাতে মুক্ত স্ফুলিঙ্গ প্রতিরোধ করা যায়;

(চ) বর্তনী নিয়ন্ত্রণের জন্য কোন সর্ট-সার্কিটের সময় সুইচ বা সার্কিট ব্রেকার সহজে ব্যবহার করিবার জন্য বা সকল সুইচ বা সার্কিট ব্রেকারের সামনে জায়গায় রাখিতে হইবে যাহাতে উহা সহজেই খোলা যায়।

ষষ্ঠ অধ্যায়
প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের দপ্তর

৭০। প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক এবং বিদ্যুৎ পরিদর্শক নিয়োগ।- সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক দপ্তরের (কর্মকর্তা ও কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালার বিধান সাপেক্ষে একজন প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক বিদ্যুৎ পরিদর্শক নিয়োগ করিতে পারিবে।

৭১। প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক ও পরিদর্শকের ক্ষমতা ও কার্যাবলী।– (১) সরকার কর্তৃক অন্য কোন ক্ষমতা নির্ধারণ করা না হইলে লাইসেন্সি নহেন এমন গ্রাহকের ক্ষেত্রে যে কোন আবাসিক/বাণিজ্যিক/শিল্প কারখানায় ৫০ কিলোওয়াট বা তদুর্দ্ধ ক্ষমতার বিদ্যুৎ ব্যবহারের জন্য মধ্যম, উচ্চ ও অতি উচ্চ চাপের নূতন বৈদ্যুতিক স্থাপনা পরিদর্শন ও পরীক্ষান্তে বিদ্যুৎ সংযোগ প্রদানের অনুমোদন পত্র জারি করিবেন;

(২) জানমালের নিরাপত্তা বিধানের লক্ষ্যে যে কোনো আবাসিক/বাণিজ্যিক/শিল্প কারখানার বৈদ্যুতিক স্থাপনা প্রতি ০২(দুই) বৎসর অন্তর পরিদর্শন ও পরীক্ষা করিবেন। এই ধরনের পরিদর্শন ও পরীক্ষণ আউটসোর্সিয়ের মাধ্যমে উপযুক্ত ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান নিয়োগের মাধ্যমে করা যাইবে এবং ইহার জন্য নির্ধারিত ফিস সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান হইতে আদায়যোগ্য হইবে।

(৩) সরকার কর্তৃক গঠিত বিদ্যুৎ লাইসেন্সিং বোর্ড কর্তৃক বৈদ্যুতিক ঠিকাদার, প্রকৌশলী ও ইলেকট্রিশিয়ানদের পরীক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে যথাক্রমে বৈদ্যুতিক ঠিকাদারী লাইসেন্স, সুপারভাইজার কম্পিটেন্সি সার্টিফিকেট ও ইলেকট্রিশিয়ানদের কারিগরি পারমিট প্রদান করিবেন এবং ইহা প্রতিবছর নবায়ন করিবেন। তবে শর্ত থাকে যে, নির্ধারিত ফিস পরিশোধ সাপেক্ষে বৈদ্যুতিক ঠিকাদারী লাইসেন্স, সুপারভাইজার কম্পিটেন্সি সার্টিফিকেট এবং ইলেকট্রিশিয়ানদের কারিগরি পারমিট একনাগাড়ে সর্বোচ্চ ৫(পাঁচ) বৎসরের জন্য নবায়ন করা যাইবে।

(৪) কোন বিদ্যুৎ পরিদর্শক প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক কর্তৃক নির্ধারিত অধিক্ষেত্রে এবং পদ্ধতিতে তাহার দায়িত্ব পালন করিবেন এবং বৈদ্যুতিক স্থাপনা বা সরঞ্জামাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য সরকার কর্তৃক বিভিন্ন মানের জন্য ফিস নির্ধারণের জারিকৃত আদেশ সাপেক্ষে গ্রাহকের ফি নির্ধারণ করিয়া নন-ট্যাক্স রেভিনিউ হিসাবে তাহা আদায় করিতে পারিবেন।

(৫) ৫০ কিলোওয়াট বা তদুর্দ্ধ ক্ষমতার বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভবনের অভ্যন্তরীণ ওয়্যারিং ডায়াগ্রাম, সাবস্টেশনের সার্কিট ডায়াগ্রাম ভবন নির্মাণের পূর্বে প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক কর্তৃক সেফটি প্ল্যান অনুমোদন করিবেন এবং ৫০ কিলোওয়াট এর নিম্নে বিদ্যুৎ ব্যবহারের ক্ষেত্রে ভবনের অভ্যন্তরীণ ওয়ারিং ডায়াগ্রাম, সার্কিট ডায়াগ্রাম ভবন নির্মাণের পূর্বে বিদ্যুৎ বিতরণকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী কর্তৃক প্রেরিত সেফটি প্ল্যান অনুমোদন প্রদান করিবেন।

(৬) বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্রের সরঞ্জামাদি প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের এবং ট্রান্সফরমার প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠানের তৈল পরীক্ষার জন্য প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের লিখিত অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

৭২। **দুর্ঘটনা ও তদন্ত সংক্রান্ত কার্যাবলি।-** (১) বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন, বিতরণ, সরবরাহ অথবা ব্যবহারের সাথে সম্পর্কযুক্তভাবে বা বৈদ্যুতিক সরবরাহ লাইনের কোনও অংশ বা কোন বৈদ্যুতিক প্ল্যান্টের সাথে সংশ্লিষ্টতার দরুণ যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে বা এই দুর্ঘটনার ফলে মানুষ বা প্রাণীর জীবনহানি ঘটে অথবা ঘটিতে পারে অথবা মানুষ বা প্রাণী মারাত্মকভাবে আঘাতপ্রাপ্ত হয় সেই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট স্থানীয় বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন, বিতরণ বা সরবরাহ কর্তৃপক্ষ ঘটনা সম্পর্কে অবহিত হইবার পর পরই দুর্ঘটনাটির বিষয়ে তদন্ত করিবেন এবং নির্ধারিত ফরমে (পরিশিষ্ট-ক) তদন্ত প্রতিবেদন অবিলম্বে প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শকের নিকট প্রেরণ করিবেন এবং এর একটি কপি তাঁর উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরণ করিবেন। প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক যদি অধিকতর তদন্তের প্রয়োজন মনে করেন তবে তিনি নিজে অথবা তাঁর অধীনস্থ কোন বিদ্যুৎ পরিদর্শকের মাধ্যমে অথবা তার পক্ষে নিযুক্ত অন্য কোন ব্যক্তির মাধ্যমে অধিকতর তদন্তের ব্যবস্থা নিবেন এবং তদন্তের ফলাফল বিদ্যুৎ বিভাগকে অবহিত করিবেন।
(২) যথাযথ বলে বিবেচনা করা হইলে সরকার নিম্নোক্ত বিষয়ে তদন্ত ও প্রতিবেদনের জন্য একজন বিদ্যুৎ পরিদর্শক বা একজন উপযুক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গকে নিয়োগ দান করিবেন -

(ক) বিদ্যুতের উৎপাদন, সঞ্চালন, বিতরণ, সরবরাহ বা ব্যবহার দ্বারা সংঘটিত হয় বা ইহার সাথে সম্পর্কিত যে কোনও দুর্ঘটনার কারণ যাহা জননিরাপত্তা বিঘ্নিত বা প্রভাবিত করিতে পারে।

(খ) অত্র বিধি বা লাইসেন্সের আওতায় বিধি-বিধানসমূহের যেই সব শর্ত কোনও ব্যক্তির নিরাপত্তাকে প্রভাবিত করে, সেইগুলি যথাযথ অনুসরণ বা প্রতিপালিত হইবার ব্যাপারে।

(৩) প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক সকল দুর্ঘটনার প্রতিবেদন সংকলন করে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বিদ্যুৎ বিভাগে প্রতিবেদন প্রেরণ করিবেন।

(৪) উপবিধি (১) ও (২) এর অধীনে তদন্তকারী প্রত্যেক বিদ্যুৎ পরিদর্শক বা অন্য কোন ব্যক্তির তদন্তের স্বার্থে সাক্ষী হাজির বা কোন দলিল বা বস্তু দাখিলের নির্দেশনা দানের ক্ষেত্রে দেওয়ানী কার্যবিধি ১৯০৮ (১৯০৮ সালে ৫ নং আইন)-এর অধীন দেওয়ানী আদালতের সকল ক্ষমতা থাকিবে এবং দন্ডবিধির ১৭৬ ধারা মেতাবেক এই নির্দেশনা প্রতিপালনে ইহার সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বাধ্য থাকিবেন।

৭৩। প্রবেশ ও পরিদর্শন।- (১) বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন, বিতরণ বা সরবরাহের জন্য কোন লাইসেন্সি বা লাইসেন্স হইতে অব্যাহতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি বিদ্যুৎ পরিদর্শকের চাহিদার পরিপ্রেক্ষিতে তাহার নিকট রক্ষিত যে কোন রেকর্ড বা তথ্য উপস্থাপন করিতে এবং তাহাকে উক্ত স্থানে প্রবেশের অনুমতি প্রদান করিতে বাধ্য থাকিবেন।

(২) সকল লাইসেন্সি, নন-লাইসেন্সি ও গ্রাহক কোন পরিদর্শককে বিদ্যুৎ আইনের বিধান, লাইসেন্স (যদি থাকে) এর শর্তাবলী এবং এই বিধিমালা প্রতিপালনের বিষয়ে তাহার সন্তুষ্টি অনুযায়ী পরিদর্শন ও পরীক্ষার জন্য সকল প্রকার যুক্তিসঙ্গত সহযোগিতা প্রদান করিবেন।

৭৪। ফিসের পরিমাণ।- সরকার সাধারণভাবে বা বিশেষ আদেশের মাধ্যমে পরিদর্শকদের পরিদর্শন ও পরীক্ষণ কাজের জন্য ফিস ধার্য করিতে পারিবে এবং ক্ষেত্রমত উপযুক্ততা বিবেচনায় সম্পূর্ণ বা আংশিক ফিস মওকুফ করিতে পারিবে।

৭৫। দলিলপত্র দাখিল।- একজন পরিদর্শক কোন লাইসেন্সি, নন-লাইসেন্সি, গ্রাহক ও দখলদারের কাজের সাথে সম্পর্কিত যে কোন পরীক্ষা সংক্রান্ত রেকর্ড পরীক্ষা করিবার জন্য তলব করিতে পারিবেন। অনুরুপভাবে কোন লাইসেন্সি, নন-লাইসেন্সি, গ্রাহক ও দখলদার কর্তৃক পরিদর্শকের পরীক্ষাসংক্রান্ত রেকর্ডপত্র পরীক্ষার প্রয়োজন হইতে পারে। এইরূপক্ষেত্রে পরিদর্শক এবং লাইসেন্সি, নন-লাইসেন্সি, গ্রাহক বা দখলদার একে অপরের তলবী ফরমায়েশ পালন করিবেন।

৭৬। বিদ্যুৎ লাইসেন্সিং বোর্ড।- বিদ্যুৎ সরবরাহ কার্যে নিরাপত্তার অংশ হিসাবে বৈদ্যুতিক বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত বৈদ্যুতিক ঠিকাদার, সুপারভাইজার ও বিদ্যুৎ কর্মীর পেশাগত মান নিশ্চিতকরণের উদ্দেশ্যে সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা ১০ (দশ) সদস্য বিশিষ্ট বিদ্যুৎ লাইসেন্সিং বোর্ড গঠন করিতে পারিবে। উক্ত বোর্ড বৈদ্যুতিক ঠিকাদারী লাইসেন্স, সুপারভাইজারদের যোগ্যতা সনদ (competency certificate) এবং বিদ্যুৎ কর্মী তথা ইলেকট্রিশিয়ানদের কারিগরি পারমিট মঞ্জুরকারী কর্তৃপক্ষ হিসাবে বিবেচিত হইবে। প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক পদাধিকারবলে উক্ত বোর্ডের চেয়ারম্যান হইবেন। প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক দপ্তরের একজন উপ-প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক পদাধিকারবলে বোর্ডের সচিব হিসাবে সরকার কর্তৃক মনোনীত হইবে। উক্ত বোর্ডের গঠন, দায়িত্ব ও কার্যাবলী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৭৭। **পাওয়ার ফ্যাক্টর শুদ্ধকরণ যন্ত্র স্থাপন**।- গ্রাহককে তাহার সরবরাহ পয়েন্টে ০.৯৫ হইতে ১.০০ এর মধ্যে পাওয়ার ফ্যাক্টর নিশ্চিত করিতে হইবে। লাইসেন্সী কর্তৃক পরিমাপিত গড় পাওয়ার ফ্যাক্টর সরবরাহ পয়েন্টে (উচ্চ চাপ প্রান্তে) ০.৯৫ এর কম হইলে সেই ক্ষেত্রে গ্রাহক নিজের খরচে প্রয়োজনীয় পাওয়ার ফ্যাক্টর শুদ্ধকরণ সরঞ্জাম স্থাপন করিবেন। যদি কোন মাসিক বিলিং সময়ে সরবরাহ পয়েন্টে গড় পাওয়ার ফ্যাক্টর ০.৯৫ এর নীচে হয় তাহা হইলে উক্ত সময়ের জন্য পাওয়ার ফ্যাক্টর শুদ্ধকরণ চার্জ প্রযোজ্য হইবে। অন্যথায় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হইবে।

৭৮। **হাইভোল্টেজ টেস্টিং ল্যাবরেটরী প্রতিষ্ঠা:** সরকার একটি এক্রিডেটেড হাইভোল্টেজ টেস্টিং ল্যাবরেটরী প্রতিষ্ঠা করিবে। ট্রান্সফরমার ও অন্যান্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি প্রস্তুতকারী বেসরকারি প্রতিষ্ঠান উক্ত টেস্টিং ল্যাবরেটরীতে তাহাদের প্রস্তুতকৃত ট্রান্সফরমারসহ বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদি টেস্ট করিয়া উহার সনদ গ্রহণ করিতে পারিবে। তাহাছাড়া ইউটিলিটিসমূহকে সরকার কর্তৃক অব্যাহতিপ্রাপ্ত সরঞ্জাম ব্যতীত তাহাদের ক্রয়কৃত সকল বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম গ্রহণ করার পূর্বে এই ল্যাবরেটরীতে পরীক্ষাপূর্বক ম্যানুফ্যাকচারারের টেস্ট সার্টিফিকেট প্রতিপাদন করিতে হইবে। সরকার নির্ধারিত হারে টেস্টিং ফি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পরিশোধ করিতে হইবে। হাইভোল্টেজ টেস্টিং ল্যাবরেটরী এর সাংগঠনিক কাঠামো, ব্যবস্থাপনা, দায়িত্ব ও কার্যাবলী প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

সপ্তম অধ্যায়
বিবিধ

৭৯। নোটিশ, আদেশ বা দলিলপত্রাদি জারীকরণ (Issuance of notices, orders or documents)।- (১) বিদ্যুৎ আইনের অধীন প্রদত্ত নোটিশ, আদেশ বা দলিল প্রাপকের নিকট ডাকযোগে, কুরিয়ার সার্ভিস বা বিশেষ বাহক মারফত বা অন্য যে কোন উপযুক্ত ইলেক্টনিক মাধ্যমে প্রেরিত হইবে প্রাপক-

(ক) সরকার হইলে, যে কর্মকর্তাকে মনোনিত করা হইবে, সেই কর্মকর্তার কার্যালয়ে;

(খ) স্থানীয় কর্তৃপক্ষ হইলে, উক্ত স্থানীয় কর্তৃপক্ষের কার্যালয়ে;

(গ) কোন কোম্পানি হইলে, উক্ত কোম্পানির রেজিস্ট্রিকৃত কার্যালয়ে বা কোম্পানির নিবন্ধীকৃত অফিস, যদি বাংলাদেশে অবস্থিত না হয়, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানির বাংলাদেশের অবস্থিত কার্যালয়ে এবং

(ঘ) অন্য কোন ব্যক্তি হইলে, তাহার সাধারণ বা জ্ঞাত সর্বশেষ আবাসস্থল বা কর্মস্থলে প্রেরিত হইবে।

(২) কোন আঙ্গিনার মালিক বা দখলকারকে এই আইনের অধীন প্রদত্ত নোটিশ, আদেশ বা দলিল প্রেরণের সময় ঠিকানা যথাযথ ভাবে লিখিত হইয়াছে মর্মে ধরিয়া লইতে হইবে, যদি চত্বরের নামোল্লেখ পূর্বক মালিক বা দখলকারের নাম ফলক থাকে এবং উক্ত চত্বরে অবস্থিত কোন ব্যক্তিকে উহার অনুলিপি প্রদানের মাধ্যমে বা যদি উক্ত চত্বরে কাউকে পাওয়া না যায়, তবে উক্ত চত্বরের কোন প্রকাশ্য স্থানে লটকাইয়া জারী করা যাইবে।

৮০। এখতিয়ারে বাধা।- (১) কোন আবেদনকারী বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন করিবার ৩ (তিন) দিনের মধ্যে মোকদ্দমা, দরখাস্ত বা আপীল দায়ের কালে লাইসেন্সি কর্তৃক নিরূপিত অর্থ এবং অন্যবিধ চার্জ বা দায়, আদালতে জমা দিয়া দরখাস্ত করিলে আদালত লাইসেন্সিকে বিদ্যুৎ সরবরাহ বিচ্ছিন্ন না করিতে বা পুনঃ সংযোগ প্রদানের জন্য আদেশ দিতে পারিবে।

(২) আইনের অধীনে কোন রূপ অর্থ জমাকরা হইলে আদালত লাইসেন্সির নামে কোন তফসিলী ব্যাংকে উহা জমা করিবার নির্দেশ দিবে এবং এই ক্ষেত্রে লাইসেন্সিকে একটি অঙ্গীকারনামা দিতে হইবে যে, মোকদ্দমা, আবেদন বা আপীলে যদি তাহার বিপক্ষে রায় দেওয়া হয়, তাহা হইলে তিনি আদালত কর্তৃক নির্ধারিত যুক্তিসঙ্গত ক্ষেত্র মোতাবেক বাদী, আবেদনকারী বা আপীলকারীকে অর্থ ফেরত প্রদান করিবেন।

৮১। কোন ধরনের জরুরি অবস্থায় বিশেষ ক্ষমতা।- (ক) কমিশনকে অবহিতকরণপূর্বক লাইসেন্সির লাইসেন্স স্থগিত করিয়া সাময়িক সময়ের জন্য লাইসেন্সির উক্তরূপ স্থাপনার দখল গ্রহণসহ উহার সম্পদ, স্বার্থ ও অধিকার, ইহার ব্যবস্থাপনাও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব সরকার গ্রহণ করিবে এবং স্থাপনাটি সচল রাখিবার জন্য অন্য কোন কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠানের নিকট উহা ন্যস্ত করিবে;

(খ) স্থাপনাটি পরিচালনায় ভিন্ন কোন ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষ থাকিলে, উক্ত ব্যবস্থাপনার নিয়ন্ত্রণ গ্রহণপূর্বক যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে;

(গ) স্থাপনাটি সরকারি হইলে বা সরকারি মালিকানাধিন কোন কোম্পানির অধীন হইলে, জননিরাপত্তার স্বার্থে সরকার উহা পরিচালনার জন্য যথাপোযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে;

(ঘ) জরুরি অবস্থা প্রত্যাহারের পর লাইসেন্সির লাইসেন্স প্রত্যার্পণের জন্য কমিশনকে অনুরোধ করিবে এবং সংশ্লিষ্ট স্থাপনার দখল লাইসেন্সিকে বুঝাইয়া দিবার জন্য উপবিধি (ক) মোতাবেক উক্ত স্থাপনার সাময়িক দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠানকে নির্দেশ প্রদান করিবে;

(ঙ) এইধরনের দখল গ্রহণের ফলে, যথোপযুক্ত পদ্ধতিতে, স্থাপনাটির আর্থিক অভিঘাত নিরূপণ করিবে এবং প্রত্যার্পণের পর তাহা পরিশোধের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং

(চ) আর্থিক অভিঘাত নিরূপণে লাইসেন্সির কোন আপত্তি থাকিলে বিদ্যমান আইন মোতাবেক নিষ্পত্তিযোগ্য হইবে।

ব্যাখ্যাঃ এই ধারার অধীন 'জরুরি অবস্থা' বলিতে এমন অবস্থা, যাহা জাতীয় নিরাপত্তার প্রতি হুমকি, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অন্যবিধ যেকোন অবস্থা যাহাতে জনস্বার্থ লঙ্ঘিত হয় এবং ইহার ফলে বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন বা বিতরণ ব্যবস্থায় হুমকির সৃষ্টি হয় এবং বিদ্যুৎ সেবা বিপর্যস্ত হইয়া পড়ে। কোন বিদ্যুৎ স্থাপনায় সৃষ্ট অস্থিরতা, ধর্মঘট, লক-আউট কার্যক্রমও ইহার অন্তর্ভূক্ত হইবে।

৮২। **বকেয়া বিদ্যুৎ বিল আদায় পদ্ধতি।–** (১) বকেয়া বিদ্যুৎ বিল সরকারি দাবী আদায় আইন, ১৯১৩ (১৯১৩ সালের ৩নং আইন) অনুযায়ী পাবলিক ডিম্যান্ড হিসাবে, গণ্য হইবে যাহা সরকারের ভূমি রাজস্বের মত আদায় হইবে। এ ক্ষেত্রে আদায়কৃত বকেয়া বিদ্যুৎ বিলের উপর কোন প্রকার কোর্ট ফি প্রযোজ্য হইবে না।

(ক) কোন গ্রাহক অনুমোদিত ট্যারিফ হইতে উচ্চতর ট্যারিফে বিদ্যুৎ ব্যবহার করিলে তাহাকে উচ্চতর হারে বিদ্যুতের বিল প্রদান করিতে হইবে। গ্রাহক পুনরায় অনুমোদিত ট্যারিফে বিদ্যুৎ ব্যবহার করিতে চাহিলে যথাযথ কর্তৃপক্ষ বরাবর লিখিত আবেদন দাখিল করিতে হইবে। আবেদনের প্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ তদন্তপূর্বক ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

তফসিল-০১

ক্রমিক নং	ভোল্টেজ শ্রেণী [কিলো ভোল্ট]	রাইট অব ওয়ে (ROW) এর পরিমাণ (বাহিরের কন্ডাক্টর হইতে প্রতি পার্শ্বে) [মিটার]	বিদ্যুৎ পরিবাহী উন্মুক্ত তার হইতে ন্যূনতম নিরাপদ দূরত্ব (BS 7354) [মিটার]
১	২	৩	৪
১।	১১	২.৫০	২.৫০
২।	৩৩	৩.৫০	২.৮০
৩।	১৩২	১৪.০০	৩.৮০
৪।	২৩০	২০.০০	৪.৬০
৫।	৪০০	২৩.০০	৬.৪০
৬।	৭৬৫	৪৩.০০	১০.৩

তফসিল-০২

যান্ত্রিক ত্রুটিজনিত অগ্নিকান্ড সংঘটন প্রতিরোধে বৈদ্যুতিক উপকেন্দ্রসমূহে নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে (যাহার জন্য যেভাবে প্রযোজ্য) সুনিবিড় পরীক্ষা করিতে হইবে।

1. Transformer test
   - Insulation Resistance Test
   - Turn Ratio Test
   - Winding Resistance Test
   - Magnetic Balance Test
   - Short Circuit Test
   - Percentage Impedance Test
   - Excitation Current Test
   - Tan Delta Test
   - Vector Group Test
   - Sweep Frequency Response Analysis Test
   - Insulation Diagnostic analyzer IDAX

2 Circuit Breaker
   - Contact Resistance Test (µOhm).
   - Timing Test
   - Insulation Resistance Test

3 Current Transformer
   - Ratio Test
   - Polarity Test
   - Burden Test
   - Excitation Test
   - Insulation Test
   - Dc resistance Test

4 Potential Transformer
   - Ratio Test
   - Polarity Test
   - Insulation Test
   - DC resistance Test

5 Lightining Arrester
   - Insulation Test
   - Leakage Current Test

6 Disconnector
   - Insulation Test
   - Contact Resistance Test
   - Close/Open Timing Test

7 Substation Grounding Resisrance Test

তফসিল-০৩

বিদ্যুৎ আইন, ২০১৮ এর ২৯ ধারা মোতাবেক তড়িতাহতজনিত বৈদ্যুতিক দূর্ঘটনার নোটিশ

সূত্রঃ
তারিখঃ

প্রতি,
প্রধান বিদ্যুৎ পরিদর্শক,
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার,
ঢাকা।

জনাব,
যথাযথ সম্মান প্রদর্শনপূর্বক, বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন, সরবরাহ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রে মৃত/গুরুতর/গুরুতর নয় এমন দূর্ঘটনার তথ্যাবলী নিম্নে পেশ করা হলোঃ

১। দূর্ঘটনার প্রকৃত স্থান- গ্রাম, স্টেশন, জেলা

২। সঠিক অবস্থান উল্লেখসহ বৈদ্যুতিক স্থাপনার বিশদ বিবরণঃ

৩। সত্ত্বাধিকারী/মালিকের নাম ও যোগাযোগের ঠিকানাঃ

৪। দূর্ঘটনার সময় ও তারিখঃ

৫। দূর্ঘটনা কবলিত ব্যক্তির পরিচিতিঃ

নাম ও ঠিকানাঃ
ধর্মঃ পুরুষ/মহিলাঃ বয়সঃ পেশাঃ

৬। সংঘটিত দূর্ঘটনার ক্ষতি/আঘাতের ধরণঃ

৭। মৃত্যু ঘটলে উহার কারণঃ

৮। সংঘটিত দূর্ঘটনার ধরণ ও তার কারণঃ

৯। দূর্ঘটনা সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিতে পারে এমন প্রত্যক্ষদর্শীর স্বাক্ষ্যসহ নাম ও ঠিকানাঃ

১০। যে চিকিৎসক বা ব্যক্তি তড়িতাহত রোগীর সেবা/চিকিৎসা করেছেন তার নাম ও ঠিকানাঃ

১১। দূর্ঘটনা সংঘটনের পারিপার্শ্বিকতা সম্পর্কে বর্ণনামূলক অতিরিক্ত কোন তথ্য যাহা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান/সংস্থা/মালিক/এজেন্ট বা ম্যানেজার প্রদান করতে পারেনঃ